বাংলা দ্বিতীয় পত্র

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উচ্চারণ হচ্ছে একটি– বাচনিক প্রক্রিয়া।
- 'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে– 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেখি, রেণু।
- 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ'– সংবৃত হয়। যেমন : দেহ, কেহ, কেষ্ট ইত্যাদি।
- দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' ধ্বনির– বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : এত (অ্যাতো), কেন (ক্যানো) ইত্যাদি।
- খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনির– বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : খেমটা (খ্যাম্‌টা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা) ইত্যাদি।
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে– ঐ ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : সান্ত্বনা (শান্‌তোনা)
- সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না; তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি– সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ), লক্ষ্মী (লোক্‌খিঁ) ইত্যাদি।
- শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে– ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব (বিপ্‌প্লব্), অক্লেশে (অক্‌ক্লেশে)।
- 'উৎ' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ)-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার– 'ব' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : উদ্বাহু (উদ্‌বাহু)।
- শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে– ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব (বিপ্‌প্লব্), অক্লেশে (অক্‌ক্লেশে)।
- শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত– ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ক্লান্তি (ক্লান্‌তি), প্লাবন (প্লাবোন্), ক্লেশ (ক্লেশ্)।
- শব্দের আদিতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র-ফলা যুক্ত হলে ঐ র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয়, কিন্তু– ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্), ব্রত (ব্রোতো), গ্রহ (গ্রোহো)।
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে– ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : পরিশ্রম (পোরিস্‌স্রোম্)।
- সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে র-ফলা থাকলে– সে র-ফলা অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : মন্ত্র (মন্‌ত্রো), অস্ত্র (অস্‌ত্রো)।
- শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে– য-ফলা যুক্ত বর্ণটি অ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম্)।
- শব্দের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা থাকলে– সে য-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন : স্বাস্থ্য (শাস্‌থো), কণ্ঠ্য (কন্‌ঠো)।
- শব্দের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনে য-ফলা যুক্ত হলে– সে ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন : অদ্য (ওদ্‌দো), সভ্য (শোব্‌ভো)।
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির পূর্বে 'র' ফলা (্র) বা 'ঋ' কার (ৃ) থাকলে শেষের 'অ' ধ্বনি– 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : বিকৃত (বিক্‌কৃতো), মৃত (মৃতো), কৃশ (কৃশো) ইত্যাদি।
- বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে অন্ত্য 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে– ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : বিবাহ (বিবাহো), মোহ (মোহো), বিরহ (বিরহো) ইত্যাদি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের সময়–
Ⓐ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয় Ⓑ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়
Ⓒ সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয় Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓒ

02. 'ও' ধ্বনি উচ্চারণের সময়–
Ⓐ পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয় Ⓑ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়
Ⓒ সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয় Ⓓ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয় Ans Ⓐ

03. 'অনুগমন' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ ওনুগমোন্ Ⓑ ওনুগমোন Ⓒ অনুগমন Ⓓ ওনুগমন Ans Ⓐ

04. 'নিশ্চিত' এর শুদ্ধ উচ্চারণ–
Ⓐ নিস্‌চিতো Ⓑ নিশ্‌চীতো Ⓒ নিশ্‌চীত Ⓓ নিশ্‌চিতো Ans Ⓓ

05. 'প্রমোদতরি' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
Ⓐ প্রোমোদতরি Ⓑ প্রোমোদ্‌তোরি Ⓒ প্রমদোতোরি Ⓓ প্রোমদতোরি Ans Ⓑ

06. 'অতীত' এর শুদ্ধ উচ্চারণ–
Ⓐ অতিত Ⓑ আতীত Ⓒ ওইতীত Ⓓ ওতিত্ Ans Ⓓ

07. 'অধ্যাত্ম' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
Ⓐ অদ্‌ধাত্‌তো Ⓑ ওদ্‌ধাত্‌তোঁ Ⓒ ওদ্‌ধাত্‌তো Ⓓ অদ্‌ধাত্‌তোঁ Ans Ⓑ

08. 'অবজ্ঞাত' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি–
Ⓐ অবোগগাত Ⓑ অবগ্যাতো Ⓒ অবোগগ্যাঁতো Ⓓ অবগগাত Ans Ⓒ

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-২

বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান– যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে।
- যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল– ই বা উ এবং তার– কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি।
- রেফ (র্) এর পর– ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জ্জন, কর্ম্ম ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, কর্ম ইত্যাদি ব্যবহার হবে।
- সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত– ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর।
- শব্দ সন্ধিবদ্ধ না হলে– ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন : আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, অঙ্ক, অঙ্গ, কঙ্কাল, শৃঙ্খলা, গঙ্গা।
- শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ)– থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত।
- পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে, তবে অভিধানসিদ্ধ হলে– পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস, নিস্তব্ধ।
- সংস্কৃত ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী– সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কারান্ত হবে। যেমন : গুণী → গুণিজন, প্রাণী → প্রাণিবিদ্যা।
- ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে– ই-কার হবে। যেমন : কৃতী → কৃতিত্ব; প্রতিযোগী → প্রতিযোগিতা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন শব্দটি শুদ্ধ নয়?
Ⓐ সংখ্যা Ⓑ সংবর্ধনা Ⓒ উশৃঙ্খল Ⓓ অহংকার Ans Ⓒ

02. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ বাঙালী Ⓑ বাড়ি Ⓒ কুমির Ⓓ হাতি Ans Ⓐ

03. কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ কাগয Ⓑ হাযার Ⓒ বাজার Ⓓ পুলিস Ans Ⓒ

04. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ কৃষ্টি Ⓑ স্টেশন Ⓒ খ্রিষ্ট Ⓓ ষ্টোর Ans Ⓓ

05. কোন বানানটি ঠিক নয়?
Ⓐ অক্ষয় Ⓑ চৈতালী Ⓒ জাপানি Ⓓ রঙিন Ans Ⓑ

06. কোনটি শুদ্ধ নয়?
Ⓐ প্রতিতি Ⓑ প্রকৃতি Ⓒ জ্যামিতি Ⓓ সমিতি Ans Ⓐ

07. কোনটি শুদ্ধ বানান?
Ⓐ শরিসৃপ Ⓑ শরীসৃপ Ⓒ সরিসৃপ Ⓓ সরীসৃপ Ans Ⓓ

08. কোন শব্দের বানান অশুদ্ধ?
Ⓐ ঘনিষ্ঠ Ⓑ বৈশিষ্ট Ⓒ বৈদগ্ধ্য Ⓓ সশ্রদ্ধ Ans Ⓑ

09. কোনটি শুদ্ধ বানান?
Ⓐ মধুসুদন Ⓑ মধুসূদন Ⓒ মধূসূদন Ⓓ মধুসূদন Ans Ⓓ

10. কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ সহযোগীতা Ⓑ ডিগ্রি Ⓒ শ্রদ্ধাঞ্জলী Ⓓ শংশপ্তক Ans Ⓑ

11. কোন বানানটি ঠিক?
Ⓐ ঊর্মি Ⓑ শ্বাশত Ⓒ আবিস্কার Ⓓ বিসন্ন Ans Ⓐ

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৩

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে- **পদ বলে।**
- বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই- **পদ বলা হয়।**
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদ) সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে- **"প্রাতিপদিকের পর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তবে বাক্যে প্রযুক্ত 'পদ' (inflected words)।**
- কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা প্রাণীর নামকে- **বিশেষ্য পদ বলে।**
- যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বোঝায়, তাকে- **নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : নজরুল, ঢাকা, হিমালয়, গীতাঞ্জলি।**
- যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে- **জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : মানুষ, গরু।**
- যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে- **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : বই, খাতা, কলম।**
- যে পদে কোনো দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায়, তাই- **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যেমন : সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত।**
- যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে- **ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : গমন (যাওয়ার ভাব)।**
- যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তাই- **গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন : মধুর মিষ্টত্বের গুণ- মধুরতা।**
- বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে- **সর্বনাম পদ বলে।**
- দুপক্ষের সহযোগ বা পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝালে- **ব্যতিহারিক সর্বনাম হয়। যেমন : তোমরা নিজেরা নিজেরা সমস্যাটি মিটিয়ে ফেল।**
- একাধিক শব্দ একত্র হয়ে একটি সর্বনাম তৈরি করে, তখন তাকে- **যৌগিক সর্বনাম বলে। যেমন : অন্য-কিছু, অন্য-কেউ।**
- পরস্পর শর্ত বা সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করলে, তাদের- **সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন : যা ভেবেছি তাই হয়েছে।**
- যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে- **বিশেষণ পদ বলে। যেমন : করিম ভালো ফুটবল খেলে। সুন্দর বাগান। চটপটে ছেলে।**
- বিরক্তিসূচক আবেগ-শব্দে অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়- **যেমন : ছিঃ ছিঃ! তুমি এত নীচ! কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।**
- যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে- **ভাব বিশেষণ বলে। যেমন : গাড়িটা বেশ জোরে চলছে।**
- যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে- **যেমন : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।**
- যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে- **ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।**
- বিস্ময়সূচক আবেগ-শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার- **ভাব প্রকাশ করে। যেমন : আরে, তুমি আবার কখন এলে!**
- যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে- **সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।**
- যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে- **বিশেষণের বিশেষণ বলে। যেমন : সামান্য একটু দুধ দাও।**
- যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে- **অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা : ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।**
- ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে- **যেমন : উঃ, কী যন্ত্রণা! আঃ! কী বিপদ।**
- সম্বোধনবাচক আবেগ-শব্দ- সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- **যেমন : হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।**
- করুণাবাচক আবেগ-শব্দ করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে- **যেমন : আহা! বেচারার কেউ নেই।**
- দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়, তখন তাকে- **নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন : রাশি রাশি ভারা ভারা ধান।**
- যে ক্রিয়া একজনের প্রয়োজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাকে- **প্রযোজক ক্রিয়া বলে।**
- যে ক্রিয়া প্রয়োজনা করে, তাকে- **প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন : সাপুড়ে সাপ খেলায়। এখানে 'সাপুড়ে' প্রযোজক কর্তা এবং 'সাপ' প্রযোজ্য কর্তা।**
- যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে- **প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন : মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এখানে 'মা' প্রযোজক কর্তা ও 'শিশু' প্রযোজ্য কর্তা।**
- বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে- **সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন : আর কত খেলা খেলবে।**
- একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া একত্রে বসে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে- **যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন : ঘটনাটা শুনে রাখ।**
- আলংকারিক আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য- **অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : দুর পাগল! এ কথা কী বলতে আছে।**
- যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে- **অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন : বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করলে ভাববাচক বিশেষ্য বোঝায়?
Ⓐ আন Ⓑ আই
Ⓒ আল Ⓓ আও
Ans Ⓑ

02. 'উৎকর্ষ' হচ্ছে-
Ⓐ বিশেষণ Ⓑ বিশেষণের বিশেষণ
Ⓒ বিশেষ্যের বিশেষণ Ⓓ বিশেষ্য
Ans Ⓓ

03. 'কাজটি ভালো দেখায় না' এ বাক্যের 'দেখায়' ক্রিয়াটি কোন ধাতুর উদাহরণ?
Ⓐ মৌলিক ধাতুর Ⓑ নাম ধাতুর
Ⓒ প্রযোজ্য ধাতুর Ⓓ কর্মবাচ্যের ধাতুর
Ans Ⓓ

04. 'ভালো নিজেকে জাহির করে না, অনেক সময়ই তাকে খুঁজে বের করতে হয়।' এ বাক্যে 'ভালো' শব্দটি কোন পদ?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ বিশেষণ
Ⓒ সর্বনাম Ⓓ অব্যয়
Ans Ⓐ

05. কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ ধন অপেক্ষা মান বড় Ⓑ লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে
Ⓒ তোমাকে দিয়ে কিছু হবেনা Ⓓ ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে
Ans Ⓑ

06. 'তিনটি বছর' এখানে 'তিনটি' কোন পদ?
Ⓐ বিশেষণ Ⓑ বিশেষ্য Ⓒ অব্যয় Ⓓ ক্রিয়া
Ans Ⓐ

07. কোনটি বিশেষণের বিশেষণ?
Ⓐ এই আমি আর নই একা Ⓑ বাতাস ধীরে বইছে
Ⓒ অতিশয় মন্দ কথা Ⓓ মেঘনা বড় নদী
Ans Ⓒ

08. ধাতুর শেষে 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ করলে কোন পদ গঠিত হয়?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ অব্যয়
Ⓒ বিশেষণ Ⓓ ক্রিয়া
Ans Ⓒ

09. যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে বলে-
Ⓐ নাম বিশেষণ Ⓑ ভাব বিশেষণ
Ⓒ ক্রিয়া বিশেষণ Ⓓ বিশেষণের বিশেষণ
Ans Ⓑ

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-8

উপসর্গ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপসর্গের অর্থ ও প্রয়োগ

বাংলা উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- অ— নিন্দিত অর্থে : অকাজ, অকেজো, অকাল, অগোছালো। অভাব অর্থে : অচিন, অচেনা, অমিল, অবাঙালি।
- অঘা— বোকা অর্থে : অঘারাম, অঘাচণ্ডী।
- অনা— অভাব অর্থে : অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়।
- আ— নিকৃষ্ট অর্থে : আকাঠ, আগাছা, আকাল, আঘাটা।
- আন— বিক্ষিপ্ত অর্থে : আনচান, আনমনা।
- আড়— বক্র অর্থে : আড়চোখে, আড়নয়নে। প্রায় অর্থে : আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা।
- আব— অস্পষ্টতা অর্থে : আবছায়া, আবডাল।
- অজ— নিতান্ত (মন্দ) অর্থে : অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর।
- ইতি— পুরনো অর্থে : ইতিকথা, ইতিহাস।
- উন— কম অর্থে : উনপাঁজুরে, উনিশ।
- কদ্— নিন্দিত অর্থে : কদবেল, কদর্য, কদাকার।
- কু— কুৎসিত অর্থে : কুকথা, কুনজর, কুপথ্য, কুকাম।
- নি— নাই অর্থে : নিখুঁত, নিখোঁজ, নিরেট, নিপাট।
- পাতি— ক্ষুদ্র অর্থে : পাতিহাঁস, পাতকুয়ো, পাতিকাক।
- বি— ভিন্নতা অর্থে : বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিকাল।
- ভর— পূর্ণতা অর্থে : ভরপেট, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে।
- রাম— উৎকৃষ্ট অর্থে : রামছাগল, রামবোকা, রামদা।
- স— সম্পূর্ণ অর্থে : সলাজ, সজোর, সজোরে, সরাজ।
- সা— উৎকৃষ্ট অর্থে : সাজিরা, সাজোয়ান।
- সু— উত্তম অর্থে : সুনজর, সুনাম, সুদিন, সুডৌল।
- হা— অভাব অর্থে : হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ হাপিত্যেশ।

সংস্কৃত উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- প্র— আধিক্য অর্থে : প্রগাঢ়, প্রকোপ, প্রখর, প্রচণ্ড, প্রমত্ত। খ্যাতি অর্থে : প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব, প্রশংসা।
- পরা— বিপরীত অর্থে : পরাজয়, পরাভব, পরাঙ্মুখ, পরাহত।
- অপ— নিকৃষ্ট অর্থে : অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ। বিকৃত অর্থে : অপমৃত্যু, অপভ্রংশ, অপব্যাখ্যা।
- সম— মিলন অর্থে : সম্বন্ধ, সম্মেলন, সংকলন, সঞ্চয়।
- নি— নিশ্চয় অর্থে : নিবারণ, নির্ণয়।
- অব— অল্পতা অর্থে : অবশেষ, অবসান, অবশিষ্ট, অবেলা। হীনতা অর্থে : অবজ্ঞা, অবমাননা, অবহেলা।
- অপি— আরও অর্থে : অপিচ।
- অনু— সাদৃশ্য অর্থে : অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার, অনুদান।
- নির্— নেই অর্থে : নির্জীব, নির্ধন, নিরন্ন, নিরপরাধ, নিরব।
- দুর্— মন্দ অর্থে : দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্জন, দুশ্চরিত্র।
- বি— গতি অর্থে : বিচরণ, বিক্ষেপ।
- সু— উত্তম অর্থে : সুকৃতি, সুনীল, সুজন, সুপথ, সুফল।
- উৎ— প্রাবল্য অর্থে : উচ্ছ্বাস, উদগ্র, উত্তেজনা, উন্মত্ত।
- অধি— উপরি অর্থে : অধিরোহণ, অধিষ্ঠান, অধিত্যকা।
- অতি— অতিক্রম অর্থে : অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
- আ— পর্যন্ত অর্থে : আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র।
- পরি— শেষ অর্থে : পরিশেষ, পরিশোধ, পরিসমাপ্তি।
- অভি— বিশেষ অর্থে : অভিধান, অভিনেতা, অভিভাবক।
- প্রতি— বিরোধ অর্থে : প্রতিবাদ, প্রতিপক্ষ, প্রতিশোধ।
- উপ— সম্যক অর্থে : উপকরণ, উপদেশ, উপবেশন, উপহার।

ফারসি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- কার্— কাজ অর্থে : কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারদানি।
- দর্— মধ্যস্থ, অধীন অর্থে : দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান।
- না— না অর্থে : নারাজ, নামঞ্জুর, নাবালক, নাচার, নাখোশ।
- নিম্— আধা অর্থে : নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
- ফি— প্রতি অর্থে : ফি রোজ, ফি হপ্তা, ফি সন, ফি লোক।
- বদ্— মন্দ অর্থে : বদরাগী, বজ্জাত, বদখত, বদমাশ।
- বে— না অর্থে : বেকসুর, বেহায়া, বেতার, বেকায়দা।
- বর্— বাইরে, মধ্যে অর্থে : বরখাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
- ব্— সহিত অর্থে : বমাল, বনাম, বকলম।
- কম্— স্বল্প অর্থে : কমজোর, কম্বখ্ত্, কমপোখ্তো।

বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মিল :

- আ, সু, বি, নি- এ চারটিতে বাংলা ও সংস্কৃত মিল আছে।

আরবি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- আম্— সাধারণ অর্থে : আমদরবার, আমমোক্তার।
- খাস্— বিশেষ অর্থে : খাসমহল, খাসদখল, খাসকামরা।
- লা— না অর্থে : লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
- গর্— অভাব অর্থে : গরমিল, গরহাজির, গররাজি।

ইংরেজি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- ফুল— পূর্ণ অর্থে : ফুল-হাতা, ফুল-মোজা, ফুল-প্যান্ট।
- হাফ— আধা অর্থে : হাফ-হাতা, হাফ-স্কুল, হাফ-নেতা।
- হেড— প্রধান অর্থে : হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত।
- সাব— অধীন অর্থে : সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর।

উর্দু ও হিন্দি উপসর্গের ব্যবহৃত অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

- হর— প্রত্যেক অর্থে : হররোজ, হরহামেশা, হরহামিনা।
- হরেক— বিবিধ অর্থে : হরেকরকম, হরেকখাবার।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা' এ 'হর' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ পূর্ণ অর্থে Ⓑ আধা অর্থে Ⓒ প্রত্যেক অর্থে Ⓓ মধ্যস্থ অর্থে **Ans Ⓒ**

02. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ লা Ⓑ হা Ⓒ প্র Ⓓ ভর **Ans Ⓒ**

03. কোনটি বিদেশি উপসর্গের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ কু Ⓑ অপ Ⓒ অজ Ⓓ বদ **Ans Ⓓ**

04. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ আম Ⓑ আড় Ⓒ প্র Ⓓ নিম **Ans Ⓑ**

05. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
Ⓐ অজ Ⓑ গর Ⓒ পরি Ⓓ পাতি **Ans Ⓒ**

06. 'বর' কোন শ্রেণির উপসর্গ?
Ⓐ ইংরেজি Ⓑ তৎসম Ⓒ খাঁটি বাংলা Ⓓ ফারসি **Ans Ⓓ**

07. 'প্রতি' কোন ভাষার উপসর্গ?
Ⓐ আরবি Ⓑ বাংলা Ⓒ ইংরেজি Ⓓ সংস্কৃত **Ans Ⓓ**

08. 'অপ' উপসর্গটি 'অপকর্ম' শব্দে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ নিকৃষ্ট Ⓑ বিকৃত Ⓒ বিপরীত Ⓓ দুর্নাম **Ans Ⓐ**

09. কোন শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়নি?
Ⓐ সুগম Ⓑ লবণ Ⓒ নিখুঁত Ⓓ দুর্গম **Ans Ⓑ**

10. 'পরীক্ষা' শব্দের 'পরি' উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা কী?
Ⓐ সম্যক Ⓑ বিশেষ Ⓒ শেষ Ⓓ চতুর্দিক **Ans Ⓐ**

11. কোনটি ফারসি উপসর্গ?
Ⓐ কার্ Ⓑ কাম Ⓒ হয় Ⓓ হাফ **Ans Ⓐ**

12. উপসর্গ যুক্ত হয় কৃদন্ত বা নাম শব্দের–
Ⓐ পূর্বে Ⓑ মধ্যে Ⓒ পরে Ⓓ পূর্বে ও পরে **Ans Ⓐ**

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৫

সমাস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সমাস সংস্কৃত শব্দটির বিশ্লেষিত রূপ- **সম্ + অস্ + অ (ঘঞ্)।**
- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হওয়াকে- **সমাস বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।**
- 'সমাস' শব্দের অর্থ- **সংক্ষেপণ।**
- যে যে পদে সমাস হয় তাকে- **সমস্যমান পদ বলে।**
- যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে- **দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : তাল ও তমাল = তাল-তমাল।**
- যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে- **অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে।**
- যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদগুলো লোপ পায় এবং শেষ পদ অনুসারে শব্দ নির্ধারিত হয়, তাকে- **একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : তুমি, আমি ও সে = আমরা।**
- সমস্যমান পদ দুটি সংযোজক অব্যয়- **'এবং, ও, আর' দ্বারা যুক্ত হয়।**
- দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত শব্দ- **পূর্বে বসে। যেমন : গুরু-শিষ্য, প্রভু-ভৃত্য, স্বর্গ-মর্ত্য, রাজা-প্রজা, দেব-দৈত্য, পতি-পত্নী।**
- দ্বন্দ্ব সমাসে স্ত্রী-বাচক শব্দ- **পূর্বে বসে। যেমন : মা-বাপ।**
- 'পতি' শব্দ পরে থাকলে 'জায়া' শব্দের স্থানে বিকল্পে- **'দম' হয়। যেমন : জায়া ও পতি = দম্পতি।**
- পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে- **'রাজ' হয়। যেমন : মহান যে রাজা = মহারাজ।**
- বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো- **বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন : সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ; অধম যে নর = নরাধম।**
- পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে- **'কৎ' হয়। যেমন : কু যে অর্থ = কদর্থ।**
- উপমান ও উপমেয়কে অভিন্ন কল্পনা করে উপমান ও উপমেয় পদের যে সমাস হয়, তাকে- **রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।**
- রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান পদটি- **প্রধান্য লাভ করে।**
- উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলে- **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : এক দ্বারা উন = একোন।**
- সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে- **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো।**
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' শব্দের স্থলে- **'রাজ' হয়। যেমন : রাজার পুত্র = রাজপুত্র, রাজার ধানী (বাসস্থান) = রাজধানী।**
- ব্যাসবাক্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে- **সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন : কবিদের রাজা = রাজকবি।**
- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে- **পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হয়। যেমন : পিতার ধন = পিতৃধন।**
- পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, প্রতিম শব্দগুলো থাকলে- **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : পত্নীর সহ = পত্নীসহ।**
- পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ, পাল প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে- **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : হস্তীর যূথ = হস্তিযূথ।**
- শিশু, দুগ্ধ, অণ্ড (ডিম), ডিম্ব ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে এবং ব্যাসবাক্যে স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বপদে থাকলে- **সমস্তপদে স্ত্রীবাচক শব্দটি পূর্বপদে পুরুষবাচক হয়। যেমন : মৃগীর শিশু = মৃগশিশু।**
- তৎপুরুষ সমাসে ব্যাসবাক্যে 'মধ্যে' শব্দ থাকলে- **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = সর্বশ্রেষ্ঠ।**
- উত্তরপদের আদিতে স্বরবর্ণ থাকলে- **'নঞ্' স্থানে 'অন্' হয়। যেমন : ন আবাদি = অনাবাদি।**
- উত্তর বা পরপদের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে- **'নঞ্' স্থানে 'অ' হয়। যেমন : ন মিল = অমিল।**
- কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে- **উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : পকেট মারে যে : পকেটমার।**
- কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আগে উপসর্গ ছাড়া অন্য পদ থাকলে- **তাকে উপপদ বলে। যেমন : কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার।**
- দ্বিগু সমাসের পূর্বপদ- **সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদ বিশেষ্য হয়।**
- দ্বিগু সমাস কখনো অ-কারান্ত হলে সমাসবদ্ধ পদটি- **আ-কারান্ত বা ই-কারান্ত হয়। যেমন : শত অব্দের সমাহার : শতাব্দী, পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী।**
- উপসর্গ যেহেতু এক ধরনের অব্যয়, সেহেতু উপসর্গযোগে গঠিত সব শব্দই- **অব্যয়ীভাব সমাস হতে পারে।**
- অনু, প্রতি, নিঃ, নির, আ, উপ, যথা, উৎ, পরি, প্র, পর ইত্যাদি অব্যয় দ্বারা সাধারণত- **অব্যয়ীভাব সমাস গঠিত হয়।**
- 'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে- **'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন : বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদর যার = সহোদর > সোদর।**
- বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদে- **'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দের স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ।**
- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে- **'চূড়া' শব্দ সমস্তপদে 'চূড়' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্তপদে 'কর্মা' হয়। যেমন : চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা।**
- বহুব্রীহি সমাসে- **'দ্বি' এবং 'অন্তর' শব্দের পরে 'অপ্' স্থলে 'ঈপ্' হয়। যেমন : দুদিকে অপ্ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ্ যার = অন্তরীপ।**
- বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের অন্তে- **যার, যাতে ইত্যাদি পদ বসে। যেমন : চতুর্দিকে ভুজ যার = চতুর্ভুজ।**
- পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে- **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'সমাস' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
Ⓐ ধ্বনিতত্ত্বে Ⓑ রূপতত্ত্বে Ⓒ বাক্যতত্ত্বে Ⓓ অর্থতত্ত্বে **Ans B**

02. পরপদের অপর নাম কী?
Ⓐ উপপদ Ⓑ পূর্বপদ Ⓒ বিশেষ্য পদ Ⓓ উত্তরপদ **Ans D**

03. কোনটি বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ দা-কুমড়া Ⓑ আয়-ব্যয় Ⓒ জমা-খরচ Ⓓ মাসি-পিসি **Ans A**

04. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ বহু গম Ⓑ বহু ধান Ⓒ বহু চাল Ⓓ বহু পাট **Ans B**

05. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ নরাধম Ⓑ দ্বীপ Ⓒ বর্ণচোরা Ⓓ দোলন **Ans B**

06. কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্য গঠিত হয় কোন সমাসে?
Ⓐ দ্বিগু Ⓑ নিত্য Ⓒ অব্যয়ীভাব Ⓓ উপপদ **Ans C**

07. 'স্কুলপালানো' কোন সমাসের উদাহরণ?
Ⓐ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ Ⓑ তৃতীয়া তৎপুরুষ Ⓒ চতুর্থী তৎপুরুষ Ⓓ পঞ্চমী তৎপুরুষ **Ans D**

08. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস?
Ⓐ তেমাথা Ⓑ প্রতিকূল Ⓒ নির্জল Ⓓ পকেটমার **Ans D**

09. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাসের অধীনে নয়?
Ⓐ উপমান Ⓑ অলুক Ⓒ উপমিত Ⓓ রূপক **Ans B**

10. 'মধুমাখা' এর ঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
Ⓐ মধু দ্বারা মাখা Ⓑ মধুকে মাখা Ⓒ মধুতে মাখা Ⓓ মধুর মাখা **Ans A**

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৬

বাক্য প্রকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

একটি সার্থক বাক্য গঠনে তিনটি গুণ থাকা জরুরি। যথা :

- আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই- আকাঙ্ক্ষা।
- আসত্তি : বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পরস্পর অর্থসংগতি ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদসমূহের সুশৃঙ্খল বিন্যাসই- আসত্তি।
- যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পরের সঙ্গে অর্থগত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম- যোগ্যতা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পদ সংস্থাপন, ক্রম অনুসারী সম্বন্ধ পদ বাক্যে কোথায় বসে?

Ⓐ বিশেষণের পরে Ⓑ বিশেষ্যের পরে
Ⓒ বিশেষণের পূর্বে Ⓓ বিশেষ্যের পূর্বে **Ans D**

02. 'আ মরি বাংলা ভাষা' এ চরণে 'আ' দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?

Ⓐ আনন্দ Ⓑ আনুগত্য
Ⓒ আবেগ Ⓓ আশাবাদ **Ans A**

03. বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে কী বলে?

Ⓐ আকৃতি Ⓑ মিনতি
Ⓒ আসত্তি Ⓓ আকাঙ্ক্ষা **Ans C**

04. 'যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে' গঠন অনুসারে বাক্যটি–

Ⓐ তির্যক বাক্য Ⓑ সরল বাক্য
Ⓒ যৌগিক Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans D**

05. অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য কী হারায়?

Ⓐ আসত্তি Ⓑ রীতিসিদ্ধ
Ⓒ যোগ্যতা Ⓓ অর্থবাচকতা **Ans C**

06. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে কী বলে?

Ⓐ বিধেয় Ⓑ অভিপ্রেত
Ⓒ বিধান Ⓓ লক্ষ্যবস্তু **Ans A**

07. 'বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।' বাক্যটি–

Ⓐ নেতিবাচক Ⓑ অস্তিবাচক
Ⓒ নঞর্থক Ⓓ অনুজ্ঞা **Ans B**

08. 'গরু মানুষের গোসত খায়।' বাক্যটিতে কীসের অভাব আছে?

Ⓐ যোগ্যতা Ⓑ আকাঙ্ক্ষা
Ⓒ আসত্তি Ⓓ নৈকট্য **Ans A**

09. ঠিকভাবে উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য হারায়–

Ⓐ শৃঙ্খলা Ⓑ আসক্তি
Ⓒ আকাঙ্ক্ষা Ⓓ যোগ্যতা **Ans D**

10. বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম কী?

Ⓐ আসক্তি Ⓑ যোগ্যতা
Ⓒ আকাঙ্ক্ষা Ⓓ বিধেয় **Ans B**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-৭

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **অত্র-তত্র-যত্র**– 'অত্র' শব্দের অর্থ এখানে; 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেখানে'; এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'। 'এই' অর্থে 'অত্র' ব্যবহার অশুদ্ধ।
- **আকণ্ঠ পর্যন্ত**– 'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
- **অশ্রুজল**– 'চোখের জল' বোঝাতে 'অশ্রুজল' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ। 'অশ্রু' শব্দ দ্বারাই চোখের জল বোঝায়।
- **অপেক্ষমাণ/ অপেক্ষমান**– ক্ষ অর্থাৎ ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'অপেক্ষমাণ' হবে, 'অপেক্ষমান' নয়। 'অপেক্ষমান' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
- **ইদানীংকাল**– 'ইদানীং' বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং' শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। তাই 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
- **খাঁটি গরুর দুধ**– কথাটি প্রচলিত থাকলেও তা অশুদ্ধ। শুদ্ধরূপ হলো- গরুর খাঁটি দুধ।
- **দাহ্যশক্তি/ দাহিকা শক্তি**– দহন বা দাহন করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ। 'দাহ্য' শব্দের অর্থ : যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। তাই 'দাহ্যশক্তি'র স্থলে লিখতে হবে 'দাহিকা শক্তি'।
- **কৃচ্ছ/কৃচ্ছ্রতা**– 'কৃচ্ছ্র' শব্দের অর্থ : শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। 'কৃচ্ছ্র' শব্দের সাথে 'তা' প্রত্যয়যোগে 'কৃচ্ছ্রতা' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
- **পদক্ষেপ**– 'পদক্ষেপ' শব্দের অর্থ : পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে 'পদক্ষেপ' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
- **বিষাক্ত/ বিষধর**– 'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ : 'বিষমিশ্রিত', 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, 'বিষাক্ত' অশোভন। শব্দটি হবে 'বিষধর' সাপ।
- **সাম্প্রতিকাল**– 'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত অবস্থায় আছে। তাই 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
- **সঠিক**– 'সঠিক' শব্দটি দ্বারা বোঝায় ঠিকের সাথে। আমরা ঠিক অর্থে সঠিক শব্দটির ব্যবহার করি। যদি 'ঠিক' দ্বারা প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় তাহলে 'সঠিক' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
- **উল্লেখ/ উল্লিখিত**– সংস্কৃতে (এবং বাংলায়ও) মূল ধাতুটি 'লিখ্' হলেও লেখা, লেখন, লেখনী প্রভৃতি শব্দে 'লে' আসে। কিন্তু লিখিত, অলিখিত। একই কারণে উল্লেখ (উৎ + লেখ) হলেও উল্লেখিত নয়, উল্লিখিত লিখতে হবে। এ সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন।
- **কৃতি/ কৃতী**– 'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ : কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ : কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থে 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
- **পূর্বাহ্নে**– 'পূর্বাহ্ন' শব্দের অর্থ : দিনের প্রথম ভাগ। অনেকেই পূর্বে বা আগে অর্থে 'পূর্বাহ্ন' শব্দটির ব্যবহার করে যা অপপ্রয়োগ।
- **কেবলমাত্র/ শুধুমাত্র**– যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে সেখানে 'কেবলমাত্র' বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।
- **ফলশ্রুতি**– 'ফলশ্রুতি' শব্দটি দ্বারা পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা বোঝায়। ফল বা ফলাফল অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
- **প্রেক্ষিত/ পরিপ্রেক্ষিত**– 'প্রেক্ষিত' শব্দটি এসেছে 'প্রেক্ষণ' থেকে, যার অর্থ : দৃষ্টি। ফলে এ থেকে উদ্ভূত শব্দ 'প্রেক্ষিত' এর অর্থ : দেখা হয়েছে এমন (অর্থাৎ দৃষ্ট)। তাই 'প্রেক্ষাপট' বা 'পটভূমি' অর্থে 'প্রেক্ষিত' শব্দের ব্যবহার ভুল প্রয়োগ।

CamScanner

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ নির্ভরশীল Ⓑ নির্ভরশীলতা Ⓒ নির্ভরতা Ⓓ নির্ভরযোগ্য **Ans Ⓒ**

02. ঠিক শব্দটি বের করুন–
Ⓐ চলাকালীন সময়ে Ⓑ চলাকালে
Ⓒ চলাকালের সময়ে Ⓓ চলাকালিন সময় **Ans Ⓑ**

03. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়?
Ⓐ ইদানিংকাল Ⓑ তাপদাহ
Ⓒ সাম্প্রতিক Ⓓ উপরোক্ত **Ans Ⓒ**

04. নিচের কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ কেবলমাত্র Ⓑ অধীন Ⓒ মনঃকষ্ট Ⓓ উল্লিখিত **Ans Ⓐ**

05. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ উপর্যুক্ত Ⓑ মিথস্ক্রিয়া Ⓒ ধসপ্রাপ্ত Ⓓ দৈন্যতা **Ans Ⓓ**

06. 'অবদান' (মনোযোগ) ও 'অবধান' (কীর্তি) কোন জাতীয় অপপ্রয়োগ?
Ⓐ উচ্চারণজনিত Ⓑ অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত
Ⓒ শব্দ গঠনজনিত Ⓓ সবগুলো **Ans Ⓑ**

07. শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ নয় কোনটি?
Ⓐ ইতিপূর্বে Ⓑ অতলস্পর্শী Ⓒ সবিনয়পূর্বক Ⓓ অন্তায়মান **Ans Ⓓ**

08. নিচের কোনটি বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
Ⓐ শুধুমাত্র Ⓑ ফলশ্রুতি Ⓒ সুকেশী Ⓓ পরিপ্রেক্ষিত **Ans Ⓐ**

09. নিচের কোন শব্দটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ?
Ⓐ অপেক্ষমাণ Ⓑ দাহিকা শক্তি Ⓒ আকণ্ঠ পর্যন্ত Ⓓ স্বায়ত্তশাসন **Ans Ⓒ**

10. কোনটি অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত?
Ⓐ পুনঃপুন Ⓑ ভোগলিক Ⓒ গ্রথিত Ⓓ প্রোথিত **Ans Ⓑ**

বাংলা ২য় পত্র অধ্যায়-৮ পারিভাষিক শব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Article	অনুচ্ছেদ	Agenda	আলোচ্যসূচি
Attestation	প্রত্যায়ন	Allotment	বরাদ্দ
Affidavit	শপথনামা	Ad-hoc	তদর্থক
Blue print	প্রতিচিত্র	Basin	অববাহিকা
Basic-pay	মূল বেতন	Boyscout	ব্রতীবালক
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র	Cable	তার
Coldwar	স্নায়ুযুদ্ধ	Chancellor	আচার্য
Canvas	মোটা কাপড়	Calender	পঞ্জিকা
Diplomatic	কূটনৈতিক	Democracy	গণতন্ত্র
Deposit	আমানত	Diagram	নকশা
Exchange	বিনিময়	Epicurism	ভোগবাদ
Extract	নির্যাস	Funeral	শেষকৃত্য
Forecast	পূর্বাভাস	Forfeit	বাজেয়াপ্ত করা
Furnace	চুল্লি	Feudalism	সামন্তবাদ
Genesis	উৎপত্তি	Goods	পণ্য, মাল
Gazetted	ঘোষিত	Graph	চিত্রলেখ
Hypocrisy	কপটতা	Hydrologist	পানিবিজ্ঞানী
Horizontal	অনুভূমিক	Heroine	বীরাঙ্গনা
Hood	ঢাকনা	Humanity	মানবতা
Interview	সাক্ষাৎকার	Injunction	নিষেধাজ্ঞা
Index	নির্দেশক	Interim	অন্তর্বতীকালীন

বিদেশি শব্দ	পরিভাষা	বিদেশি শব্দ	পরিভাষা
Inspection	পরিদর্শন	Immediate	আশু দরকারি
Jobber	দালাল	Justice	ন্যায়বিচারক
Judge	বিচারক	Juggler	ভোজবাজিকর
Key note	মূলভাব	Jury	নির্ণায়ক বর্গ
Lyric	গীতিকবিতা	Lien	পূর্বস্বত্ব
Land tenure	মধ্যস্বত্ব	License	অনুমতিপত্র
Metaphor	রূপক, উপমা	Modesty	শালীনতা
Monson	মৌসুমি বায়ু	Mysticism	মরমিবাদ
Make up	রূপসজ্জা	Method	প্রণালি, পদ্ধতি
Mayor	নগরপাল	Memo	স্মারক
Nemesis	নিয়তি	Nutrition	পুষ্টি
Notification	প্রজ্ঞাপন	Nautical	নৌ
Nebula	নীহারিকা	Nocturnal	নিশাচর
Navy	নৌবাহিনী	Notice	বিজ্ঞপ্তি
Note	তথ্য, মন্তব্য	Nominee	মনোনীত ব্যক্তি
Out post	ফাঁড়ি	Oath	শপথ
Ore	আকরিক	Osteology	অস্থিবিজ্ঞান
Occupation	পেশা	Orion	কালপুরুষ
Plebiscite	গণভোট	Postpone	মুলতবি রাখা
Philology	ভাষাবিদ্যা	Pioneer	পথিকৃৎ, অগ্রণী
Quarterly	ত্রৈমাসিক	Quotation	মূল্যজ্ঞাপন
Quack	হাতুড়ে	Quota	যথাংশ
Revenue	রাজস্ব	Robot	যন্ত্রমানব
Referendum	গণভোট	Rank	পদমর্যাদা
Secondary	মাধ্যমিক	Regiment	সৈন্যদল
Sanction	অনুমোদন	Suggestion	দিক-নির্দেশনা
Salary	বেতন	Supervisor	তত্ত্বাবধায়ক
Sestet	ষটক (ছন্দ)	Specialist	বিশেষজ্ঞ
Subjudice	বিচারাধীন	Subsidy	ভর্তুকি
Statue	প্রতিমূর্তি	Sovereignty	সার্বভৌমত্ব
Scheme	পরিকল্প	Script	উত্তরপত্র
Suit	মামলা	Suite	প্রকোষ্ঠ
Savagery	অসভ্যতা	Surrealism	পরাবাস্তববাদ
Tenancy	প্রজাস্বত্ব	Trustee	অছি
Terminal	প্রান্তিক	Token	প্রতীক
Tripod	টিপাই	Tariff	শুল্ক
Transitional	ক্রান্তিকালীন	Union	সংঘ
Tribunal	ন্যায়পীঠ	Usage	প্রথা
Ultimatum	চরমপত্র	Unskilled	অদক্ষ
Unnatural	অস্বাভাবিক	Useful	উপযোগী
Uniform	উর্দি	Unclaimed	বেওয়ারিশ
Up-to-date	হালনাগাদ	Vocabulary	শব্দকোষ
Volcano	আগ্নেয়গিরি	Volunteer	স্বেচ্ছাসেবী
Vehicle	গাড়ি, যান	Vacation	অবকাশ, ছুটি
Vocation	কারিগরি	Valid	সিদ্ধ, বৈধ
Worship	উপাসনা	Witness	সাক্ষী
Walk-out	বর্জন	Warrent	পরোয়ানা
White paper	শ্বেতপত্র	X-Ray	রঞ্জনরশ্মি
X-mas day	বড়দিন	Yolk	কুসুম
Year-Book	বর্ষপঞ্জি	Zodiac	রাশিচক্র
Zeal	সতেজতা	Zone	অঞ্চল
Zenith	সুবিন্দু	Zigzag	আঁকাবাঁকা

CamScanner

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'anonymous' এর বাংলা–
Ⓐ অনামা Ⓑ অজ্ঞাতনামা
Ⓒ এলোমেলো Ⓓ রাগান্বিত **Ans Ⓑ**

02. 'Housing' এর পরিভাষা–
Ⓐ আবাস Ⓑ আবাসন Ⓒ বাস Ⓓ নিবাস **Ans Ⓑ**

03. 'Forgery' শব্দের বাংলা পরিভাষা–
Ⓐ ফৌজদারি Ⓑ জালিয়াতি
Ⓒ বলপ্রয়োগকারী Ⓓ দালালি **Ans Ⓑ**

04. 'Blocade' এর পরিভাষা–
Ⓐ অবলোপ Ⓑ প্রতিরোধ Ⓒ প্রতিবন্ধক Ⓓ অবরোধ **Ans Ⓓ**

05. 'Hypothesis' এর পরিভাষা–
Ⓐ দিগন্ত Ⓑ অনুমান Ⓒ প্রান্তিক Ⓓ গবেষণা **Ans Ⓑ**

06. 'Context' এর অর্থ–
Ⓐ সংসর্গ Ⓑ মূল পাঠ Ⓒ উপসংহার Ⓓ প্রসঙ্গ **Ans Ⓓ**

07. 'Coating' এর পরিভাষা–
Ⓐ চিহ্নায়ন Ⓑ নিয়োগপত্র Ⓒ মামলাবাজ Ⓓ আবরণ **Ans Ⓓ**

08. 'Vivid' শব্দের বঙ্গানুবাদ হলো–
Ⓐ বিবিধ Ⓑ প্রাণবন্ত Ⓒ বিস্তৃত Ⓓ ব্যাপ্ত **Ans Ⓑ**

09. 'Ambiguous' এর পরিভাষা–
Ⓐ উভয়বলতা Ⓑ উভবল Ⓒ উভচর Ⓓ দ্ব্যর্থক **Ans Ⓓ**

10. 'Vertical' শব্দের পরিভাষা–
Ⓐ অনুভূমিক Ⓑ উচ্চতা Ⓒ উল্লম্ব Ⓓ দেয়াল **Ans Ⓒ**

বাংলা ২য় পত্র অধ্যায়-৯ অনুবাদ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☞ **প্রকারভেদ :** অনুবাদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা :
ক. আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation)
খ. ভাবানুবাদ (Faithful Rendering)

☞ **অনুবাদের বৈশিষ্ট্য :**
১. অনুবাদের পারদর্শিতা ভাষান্তরের উপর নির্ভরশীল।
২. ক্রিয়ার কাল অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যায় না।
৩. অনুবাদ জ্ঞানচর্চার সহায়ক।
৪. পরিভাষার অনুপস্থিতিতে অনুবাদে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা যায়।
৫. অনুবাদ কোন ধরনের হবে তা ভাবের উপর নির্ভর করে।

- A beggar has nothing to lose– ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়।
- A bolt from the blue– বিনা মেঘে বজ্রপাত।
- A hungry fox is an angry fox- পেটে গেলে, পিঠে সয়।
- A primrose on a dunghill– গোবরে পদ্মফুল।
- Barking dogs seldom bite– যত গর্জে তত বর্ষে না।
- Beat about the bush– অন্ধকারে ঢিল মারা।
- Carry coal to Newcastle– তেলে মাথায় তেল দেওয়া।
- Cast pearls before swine– উলু বনে মুক্তা ছড়ানো।
- Cheap goods are dear in long run– সস্তার তিন অবস্থা।
- Dangers do not come alone– বিপদ কখনো একা আসে না।
- Death keeps no calendar– মৃত্যু বলে কয়ে আসে না।
- Devil would not listen to the scripture– চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি।
- Empty vessels sound much– খালি কলস বাজে বেশি।
- Everyman is for himself– চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
- Experience teaches us caution– ন্যাড়া একবারই বেলতলা যায়।
- Fair words butter no par ships– মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না।
- Faith will move mountains– বিশ্বাস পাহাড়কেও টলায়।
- Grasp all, lose all– অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।
- Great boast, small roast– ফ্যান দিয়ে ভাত খায়, গল্প করে দই।
- Handsome is that handsome does– রূপে কালো, গুণে আলো।
- Heart alone buys heart– কেবল মন দিয়েই মন জয় করা যায়।
- Ill got, ill spent– পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
- Ill news runs apace– দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছড়ায়।
- It is all for the best– ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।
- Keep the shop and the shop will keep thee– যাকে রাখ সেই রাখে।
- Knowledge is power– জ্ঞানই বল।
- Lend your money and lose your friend– টাকায় বন্ধুত্ব নষ্ট হয়।
- Leopard cannot change its spots– স্বভাব যায় না মরলে।
- Make a mountain of a molehill– তিলকে তাল করা।
- Make hay while the sun shines– বোঝ বুঝে কোপ মারা।
- Oil your own machine– নিজের চরকায় তেল দাও।
- Old habits die hard– পুরোনো অভ্যাস যেতে চায় না।
- One nail drives another– কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
- Pride goes before a fall/destruction– অতি দর্পে হত লঙ্কা।
- Quit not certainty for hope– অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত পরিত্যাগ করিও না।
- Riches have wings– লক্ষ্মী চঞ্চলা।
- Rob peter to pay Paul– গরু মেরে জুতা দান।
- Soon ripe, soon rotten- ইঁচড়ে পাকলে গোল্লায় যায়।
- Speak plain and spare neon– স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বল।
- The boot is on the wrong leg– উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।
- Virtue proclaims itself– ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- Waste not, want not– অপচয় করো না, অভাব হবে না।
- Wishes never fill the bag– শুধু কথায় পেট ভরে না
- What God wills no frost can kill– রাখে আল্লাহ্ মারে কে?
- Who is to bell the cat?– মেও ধরে কে?/ ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?
- You cannot make a silk purse out of a sow's car– আমড়া গাছে আম হয় না।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'A bolt from the blue' এর সমার্থক বাংলা প্রবাদ হলো–
Ⓐ যত গর্জে তত বর্ষে না Ⓑ বিনা মেঘে বজ্রপাত
Ⓒ লঘুপাপে গুরু দণ্ড Ⓓ ছাই ফেলতে ভাঙাকুলা **Ans Ⓑ**

02. One swallow does not make a summer এর অর্থ কী?
Ⓐ এক হাতে তালি বাজে না Ⓑ এক মাঘে শীত যায় না
Ⓒ ভাগের মা গঙ্গা পায় না Ⓓ বিপদ কখনও একা আসে না **Ans Ⓑ**

03. The singer has a very sonorous voice. বাক্যটির বঙ্গানুবাদ–
Ⓐ গায়কটি উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী Ⓑ গায়কের কণ্ঠ খুব সুরেলা
Ⓒ গায়কের গানের গলা খুব মিষ্টি Ⓓ গায়কটি খুব ভালো গায় **Ans Ⓑ**

04. 'Fair weather friends.' এর কাছাকাছি বাংলা প্রবচন কোনটি?
Ⓐ দুধের মাছি Ⓑ ধামাধরা মানুষ
Ⓒ পিরিত বিনে সুহৃদ নাই Ⓓ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই **Ans Ⓐ**

05. 'To speak ill of others is a sin.' এ বাক্যের ঠিক অনুবাদ কোনটি?
Ⓐ অপরের নিন্দা করো না Ⓑ কারো নিন্দা করতে হয় না
Ⓒ অপরের নিন্দা করা পাপ Ⓓ কারো নিন্দা করলে পাপ হয় **Ans Ⓒ**

06. 'Carrying Coals to Newcastle.' এর ঠিক অর্থ–
Ⓐ যার আছে তাকেই দেওয়া Ⓑ অর্থহীন সাহায্য
Ⓒ বিপদে সাহায্য করা Ⓓ কয়লা খনিতে কয়লা পাঠানো **Ans Ⓐ**

07. 'It culminated into failure.' এ বাক্যটির ঠিক অনুবাদ হলো–
Ⓐ এটা ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠলো Ⓑ এটা ব্যর্থতারই নামান্তর
Ⓒ এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো Ⓓ এটা ব্যর্থতাকে রুখে দিল **Ans Ⓒ**

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১০

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ব্যাকরণে শুধু মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকেই– 'ধ্বনি' বলে। ভাষার মূল উপাদান– ধ্বনি।
- পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি এক প্রয়াসে ও দ্রুত উচ্চারিত হয়ে যদি একটি যুক্ত ধ্বনিতে রূপ নেয়, তাকে– যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যেমন : অ + উ = অউ (বউ), অ + ও = অও (অও) ইত্যাদি।
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা– পঁচিশটি।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ ছক আকারে দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

- স্পর্শধ্বনি : 'ক - ম' পর্যন্ত মোট ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলা হয়।
- অঘোষ ধ্বনি : অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি। যেমন : (ক + খ)।
- ঘোষ ধ্বনি : ঘোষ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়। বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনি। যেমন : (গ + ঘ)।
- অল্পপ্রাণ ধ্বনি : অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ কম থাকে। যেমন : (ক + গ + ঙ)।
- মহাপ্রাণ ধ্বনি : মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপ বেশি থাকে। বর্গের ২য় + ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন : (খ + ঘ)।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন

ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ, য, য়	অগ্রতালু	তালব্য বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ, র, ড়, ঢ়	পশ্চাৎ দন্তমূল	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	অগ্র দন্তমূল	দন্ত্য বর্ণ
প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ

- অক্ষর : এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয় অক্ষর। যেমন : বন্ধন = বন্ + ধন্। এখানে ২টি অক্ষর আছে।
- নাসিক্য বর্ণকে অনুনাসিক বা সানুনাসিকও বলা হয়। নাসিক্য বর্ণ : ৫টি। যথা : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।
- নিলীন বর্ণ : 'অ' বর্ণটিকে 'নিলীন' বর্ণ বলা হয়। কারণ 'অ' স্বরবর্ণটির কোনো 'কার' বা সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।
- অন্তঃস্থ বর্ণ : ৪টি। যথা : য, র, ল, ব।
- পরাশ্রয়ী বর্ণ : বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণ তিনটি। যথা : ং, ঃ, ँ।
- খণ্ড-ত (ৎ) : খণ্ড-ত (ৎ) কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্ - চিহ্ন যুক্ত 'ত্' এর রূপভেদ মাত্র।

বর্ণের মাত্রাবিষয়ক তথ্য :

বিষয়	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	সংখ্যা
বর্ণের সংখ্যা	১১টি	৩৯টি	৫০টি
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৬টি	২৬টি	৩২টি
অর্ধমাত্রার বর্ণ	১টি (ঋ)	৭টি	৮টি
মাত্রাহীন বর্ণ	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ँ)	১০টি

স্বরবর্ণের প্রকারভেদ ছক আকারে দেখানো হলো :

বর্ণ/স্বরের নাম	সংখ্যা	স্বরবর্ণ
হ্রস্ব স্বর	৪টি	অ, ই, উ, ঋ
দীর্ঘ স্বর	৭টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোন ধ্বনি বাংলায় নেই?
Ⓐ ওষ্ঠ্য Ⓑ দন্তৌষ্ঠ্য
Ⓒ তালব্য Ⓓ মূর্ধন্য **Ans B**

02. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?
Ⓐ ১১ টি Ⓑ ৭ টি Ⓒ ৮ টি Ⓓ ৯ টি **Ans B**

03. বাংলা বর্ণমালাভুক্ত 'ঐ' এবং 'ঔ' হচ্ছে–
Ⓐ মৌলিক ধ্বনি Ⓑ যৌগিক ধ্বনি
Ⓒ যৌগিক বর্ণ Ⓓ দ্বিলেখ **Ans C**

04. কোনটি একাক্ষর শব্দ?
Ⓐ কাকা Ⓑ চাচা
Ⓒ ভাই Ⓓ বোনাই **Ans C**

05. জিবের ডগা আর উপর-পাটি দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়–
Ⓐ গ, ঘ Ⓑ জ, ঝ
Ⓒ ট, ঠ Ⓓ ত, থ **Ans D**

06. দন্তমূলের শেষাংশ ও জিহ্বার সহযোগে সৃষ্ট ধ্বনি–
Ⓐ ঘ Ⓑ ঝ
Ⓒ ঢ Ⓓ ভ **Ans C**

07. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে–
Ⓐ অভিকর্ষ Ⓑ অভিশ্রুতি
Ⓒ ক্ষীণায়ন Ⓓ বিপ্রকর্ষ **Ans C**

08. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে–
Ⓐ বর্ণ Ⓑ শব্দ
Ⓒ উপসর্গ Ⓓ অক্ষর **Ans A**

09. পাশাপাশি অবস্থিত এবং উচ্চারিত দুটি স্বরের যুক্ত রূপকে বলা হয়–
Ⓐ পরাশ্রয়ী স্বর Ⓑ অর্ধস্বর
Ⓒ সন্ধ্যক্ষর Ⓓ যুক্তাক্ষর **Ans C**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১১

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

যুক্ত ব্যঞ্জন : যুক্তব্যঞ্জন, যুক্তাক্ষর মূলত লিখিত ভাষার রূপ থেকে গৃহীত হয়েছে। মুখের ভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জনের পৃথক ধারণা নেই। দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির ভেতরে যদি কোনো স্বরধ্বনি না থাকে, তখন সেই ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি একত্রে লেখা হয় এবং তখন তাকে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন : বক্তা = ব্ + অ + ক্ + ত্ + আ। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ 'ক + ত' এর মূলরূপ পরিবর্তিত হয়ে 'ক্ত' হয়েছে।

যুক্তবর্ণের দুটি রূপ আছে। যথা :
i. স্বচ্ছ রূপ : ঙ্ক (ঙ্ + ক), ঙ্খ (ঙ্ + খ), স্ত (স্ + ত), ব্দ (ব্ + দ)।
ii. অস্বচ্ছ রূপ : ক্ষ (ক্ + ষ), হ্ম (হ্ + ম), ত্থ (ত্ + থ), ষ্ণ (ষ্ + ণ), জ্ঞ (জ্ + ঞ)।

বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সন্ন্যাস, সূক্ষ্ম, রুক্মিণী, সন্ধ্যা ইত্যাদি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'দ্ম' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন কোন বর্ণ পাওয়া যায়?
Ⓐ দ + দ Ⓑ দ্ + ম
Ⓒ হ্ + ম Ⓓ ম + ম **Ans B**

02. 'ঞ্ঝ' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?
Ⓐ ঝ + ঞ Ⓑ ঞ + জ
Ⓒ জ্ + ঞ Ⓓ ঞ + ঝ **Ans D**

CamScanner

03. 'ত্ত্ব' যুক্তবর্ণটি কোন বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে?
Ⓐ ত + উ + ব Ⓑ ত্ + ত্ + ব Ⓒ ত + ব + উ Ⓓ ত + ত + উ Ans Ⓑ

04. 'ষ্ক্র' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
Ⓐ ক্ + ষ Ⓑ ক্ + ষ + র + ক
Ⓒ ক্ + ষ + র Ⓓ ষ্ + ক্ + র Ans Ⓓ

05. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
Ⓐ ক্ + ষ Ⓑ ক + খ Ⓒ ষ + ক Ⓓ খ + ক Ans Ⓐ

06. 'ম্ভ্র' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে জাত?
Ⓐ ম্ + ব Ⓑ ম্ + ভ + ঋ Ⓒ ভ্ + ম + র Ⓓ ম্ + ভ্ + র Ans Ⓓ

07. যে যে বর্ণের সমন্বয়ে 'ন্ত্র' যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়েছে–
Ⓐ ন্ + ত্ + র Ⓑ ত্ + ন + র
Ⓒ ন্ + ত + ঋ Ⓓ ত্ + ঋ + ন Ans Ⓐ

08. 'মুগ্ধ' শব্দের যুক্তবর্ণের শুদ্ধ রূপ কোনটি?
Ⓐ গ্ + ধ Ⓑ গ + দ Ⓒ ধ + গ Ⓓ গ + দ Ans Ⓐ

09. নিচের কোনটি একটি যুক্তাক্ষর?
Ⓐ ঐ Ⓑ ই Ⓒ ক্ষ Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓒ

10. 'ত্ম' কে ভাঙলে কোনটি হয়?
Ⓐ ম + ত Ⓑ ত্ + ম Ⓒ ত + ত Ⓓ ত + ব Ans Ⓑ

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১২

ধ্বনির পরিবর্তন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূলধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে, তাকে ধ্বনির পরিবর্তন বলে। যেমন : শরীর > শরীল।

☞ ধারাবাহিকভাবে ধ্বনির পরিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

০১. **স্বরাগম :** উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে স্বরাগম বলে।
ক. আদি স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন : স্টেশন > ইস্টিশন।
খ. মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন : প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম।
গ. অন্ত্য স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন : বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি, কড়া > কড়াই, পোখ্‌ত্ > পোক্ত, নস্য > নস্যি।

০২. **অপিনিহিতি :** পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন : আজি > আইজ, চারি > চাইর, সাধু > সাউধ।

০৩. **অসমীকরণ :** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনির আগমন হয় তখন তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন : অ + অ > আ, ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ, গপ + গপ > গপাগপ ইত্যাদি।

০৪. **স্বরসঙ্গতি :** একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।
ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি : পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : তুলা > তুলো, পূজা > পুজো, রূপা > রুপো, কুমড়া > কুমড়ো, ইচ্ছা > ইচ্ছে।
খ. মধ্য স্বরসঙ্গতি : আদি বা অন্ত্য স্বরধ্বনি দ্বারা বা উভয় স্বরধ্বনি দ্বারা মধ্যস্বর প্রভাবিত হলে, তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : জিলাপি > জিলিপি, ভিখারি > ভিখিরি, বিলাতি > বিলিতি, এখনি > এখুনি, হিসাবি > হিসিবি ইত্যাদি।
গ. পরাগত স্বরসঙ্গতি : পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : বিড়াল > বেড়াল, দেশি > দিশি, চিনা > চেনা, লিখা > লেখা, উঠা > ওঠা।
ঘ. অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি : আদি ও অন্ত্য উভয় স্বরধ্বনিই পরস্পরকে প্রভাবিত করে ভিন্ন স্বরধ্বনি সৃষ্টি করলে, তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : মোজা > মুজো, পোয়া > পুয়্যি ইত্যাদি।

০৫. **ধ্বনি বিপর্যয় :** শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান বিনিময়ের ফলে ধ্বনিগত যে অসংগতির সৃষ্টি হয়, তা-ই ধ্বনি বিপর্যয়। যেমন : বাক্স > বাসক, বারাণসী > বেনারসি, লোকসান > লোসকান, ডেক্স > ডেস্‌ক, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল ইত্যাদি।

০৬. **বিষমীভবন :** দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন : শরীর > শরীল, লাল > নাল, তরবার > তরোয়াল, আরমারি > আলমারি ইত্যাদি।

০৭. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন :** কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জন। যেমন : পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, একেবারে > এক্কেবারে, বড় > বড্ড।

০৮. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ :** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন : বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।
ক. আদিস্বর লোপ : শব্দের আদি স্বর লোপ হলে তাকে আদিস্বর লোপ বলে। যেমন : অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার ইত্যাদি।
খ. মধ্যস্বর লোপ : শব্দের মধ্যে স্বরলোপ হলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ, গামোছা > গামছা।
গ. অন্ত্যস্বর লোপ : শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ হলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন : আজি > আজ, চারি > চার, আশা > আশ, সন্ধ্যা > সাঁঝ।

০৯. **সমীভবন :** শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্নধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন : জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ?
Ⓐ বিলাতি > বিলিতি Ⓑ স্বপ্ন > স্বপন
Ⓒ স্কুল Ⓓ ছোট্ট Ans Ⓑ

02. 'তলোয়ার > তরোয়াল' কীসের উদাহরণ?
Ⓐ ব্যঞ্জন বিকৃতি Ⓑ ব্যঞ্জনচ্যুতি
Ⓒ ধ্বনি বিপর্যয় Ⓓ বিষমীভবন Ans Ⓒ

03. 'অলাবু > লাউ' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
Ⓐ স্বরলোপ Ⓑ স্বরাগম Ⓒ সমীকরণ Ⓓ পরাগত Ans Ⓐ

04. 'ধরিয়া' থেকে 'ধরে' ধ্বনি-পরিবর্তনের কোন নিয়মে হয়েছে?
Ⓐ অন্তর্হতি Ⓑ অভিশ্রুতি Ⓒ সমীভবন Ⓓ স্বরসঙ্গতি Ans Ⓑ

05. 'ধার' শব্দটি যে ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত–
Ⓐ বিপ্রকর্ষ Ⓑ স্বরভক্তি Ⓒ সম্প্রকর্ষ Ⓓ অন্তর্হতি Ans Ⓒ

06. 'ট্যাক্স > ট্যাকসো' এটি ধ্বনির কোন ধরনের পরিবর্তন?
Ⓐ অন্ত্যস্বরাগম Ⓑ অভিশ্রুতি
Ⓒ ধ্বনি বিপর্যয় Ⓓ মধ্য স্বরাগম Ans Ⓐ

07. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে?
Ⓐ বিপ্রকর্ষ Ⓑ স্বরসঙ্গতি Ⓒ অভিশ্রুতি Ⓓ সমীভবন Ans Ⓐ

08. 'মিস্তির' শব্দ সৃষ্টির কারণ–
Ⓐ স্বরভক্তি Ⓑ স্বরসংগতি
Ⓒ অপিনিহিতি Ⓓ অভিশ্রুতি Ans Ⓐ

09. 'মর্মর > মার্বেল' এটি কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
Ⓐ ধ্বনিবিপর্যয় Ⓑ ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা
Ⓒ বিষমীভবন Ⓓ ব্যঞ্জনবিকৃতি Ans Ⓒ

10. 'স্কুল > ইস্কুল' এটি কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন–
Ⓐ আদি স্বরাগম Ⓑ বিপ্রকর্ষ
Ⓒ অপিনিহিতি Ⓓ পরাগত Ans Ⓐ

CS CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৩

সন্ধি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **প্রকারভেদ :** সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার। যথা : i. সংস্কৃত সন্ধি ii. খাঁটি বাংলা সন্ধি। সংস্কৃতাগত সন্ধি আবার তিন প্রকার। যথা : i. স্বরসন্ধি ii. ব্যঞ্জনসন্ধি iii. বিসর্গ সন্ধি।
- **সন্ধির উদ্দেশ্য :**
  - i. সন্ধি হলো ধ্বনির মিলন।
  - ii. সন্ধির ফলে নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে।
  - iii. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।
  - iv. সন্ধির ফলে উচ্চারণে সহজতা আসে।
  - v. সন্ধির ফলে শব্দের আকৃতি ছোট হয়।
- **সন্ধি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :**
  - i. বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সন্ধি হয় না।
  - ii. সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে আলোচনা করা হয়।
  - iii. খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি হয় না।
  - iv. সন্ধিতে শব্দের ক্রম অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

বাংলা শব্দের সন্ধি

- **প্রকারভেদ :** বাংলা সন্ধি দু'রকমের। যথা : ১. স্বরসন্ধি ও ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।

০১. **স্বরসন্ধি :** স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয়, তা-ই স্বরসন্ধি।

শত + এক = শতেক	শাখা + আরি = শাখারি
রূপা + আলি = রূপালি	মিথ্যা + উক = মিথ্যুক
কুড়ি + এক = কুড়িক	গুটি + এক = গুটিক
নদী + এর = নদীর	যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই
যা + আ = যাওয়া	নিন্দা + উক = নিন্দুক
এরূপ- ধনিক, আশির, নিন্দুক ইত্যাদি।	

০২. **ব্যঞ্জনসন্ধি :** স্বরে ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

ছোট + দা = ছোড়দা	আর্ + না = আন্না
চার্ + টি = চাট্টি	ধর্ + না = ধন্না
নাত + জামাই = নাজ্জামাই	বদ্ + জাত = বজ্জাত
হাত + ছানি = হাচ্ছানি	কাঁচা + কলা = কাঁচকলা
পাঁচ + শ = পাঁশ্শ	সাত + শ = সাশ্শ
বোন + আই = বোনাই	চুন + আরি = চুনারি

তৎসম শব্দের সন্ধি

➤ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা : ১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জনসন্ধি ও ৩. বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি

নর + অধম = নরাধম	শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক
কুশ + আসন = কুশাসন	স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর
মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ	হত + আশ = হতাশ
কথা + অমৃত = কথামৃত	যথা + অর্থ = যথার্থ
মহা + অরণ্য = মহারণ্য	তথা + অপি = তথাপি
অতি + ইত = অতীত	সদা + আনন্দ = সদানন্দ
অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট	অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়
প্রতি + ইতি = প্রতীতি	অতি + ইব = অতীব
গিরি + ঈশ = গিরীশ	মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ	অভি + ঈপ্সা = অভীপ্সা

কটু + উক্তি = কটূক্তি	অনু + উদিত = অনূদিত
সু + উক্ত = সূক্ত	সু + উক্তি = সূক্তি
মরু + উদ্যান = মরূদ্যান	তনু + উর্ধ্ব = তনূর্ধ্ব
লঘু + উর্মি = লঘূর্মি	বধূ + উচিত = বধূচিত
বধূ + উক্তি = বধূক্তি	ভূ + উর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।
জয় + ইচ্ছা = জয়েচ্ছা	স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র	নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র
যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট	যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা
পরম + ঈশ = পরমেশ	নর + ঈশ = নরেশ
চল + উর্মি = চলোর্মি	লঙ্কা + ঈশ্বর = লঙ্কেশ্বর
গৃহ + উর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব	নব + উঢ়া = নবোঢ়া
যথা + উচিত = যথোচিত	যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত
গঙ্গা + উর্মি = গঙ্গোর্মি	মহা + উর্মি = মহোর্মি
দেব + ঋষি = দেবর্ষি	উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ
সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি	অধম + ঋণ = অধমর্ণ
রাজা + ঋষি = রাজর্ষি	মহা + ঋষি = মহর্ষি
ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত	তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত
পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত	শীত + ঋত = শীতার্ত
জন + এক = জনৈক	সর্ব + এব = সর্বৈব
হিত + এষী = হিতৈষী	এক + এক = একৈক
মত + ঐক্য = মতৈক্য	রাজ + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য
তথা + এবচ = তথৈবচ	সদা + এব = সদৈব
বন + ওষধি = বনৌষধি	জল + ওকা = জলৌকা
মহা + ওষধি = মহৌষধি	গঙ্গা + ওঘ = গঙ্গৌঘ
অতি + অন্ত = অত্যন্ত	বি + অবস্থা = ব্যবস্থা
প্রতি + এক = প্রত্যেক	অভি + উদয় = অভ্যুদয়
প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর	প্রতি + উষ = প্রত্যূষ
অতি + উর্ধ্ব = অত্যূর্ধ্ব	মনু + অন্তর = মন্বন্তর
অনু + অয় = অন্বয়	সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ
সু + অল্প = স্বল্প	পশু + আচার = পশ্বাচার
সু + আগত = স্বাগত	পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ
অনু + এষণ =অন্বেষণ	পিতৃ + উপদেশ = পিত্রোপদেশ
শে + অন = শয়ন	বে + অন = বয়ন
নে + অন = নয়ন	নৈ + অক = নায়ক
লো + অন = লবণ	গৈ + অক = গায়ক
ভো + অন = ভবন	পো + অন = পবন
নৌ + ইক = নাবিক	পৌ + অক = পাবক
ভৌ + উক = ভাবুক	গো + আদি = গবাদি।
পো + ইত্র = পবিত্র।	গো + এষণা = গবেষণা।

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

- **নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ :**

কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)	বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ
গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)	সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)	গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র
মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড	শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন
অন্য + অন্য = অন্যান্য	স্ব + ঈর = স্বৈর
গো + ঈশ্বর = গবেশ্বর	স্ব + ঈরিণী = স্বৈরিণী
অক্ষ + ঊহিণী = অক্ষৌহিণী	রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ
শার + অঙ্গ = শারঙ্গ	স্ব + ঈয় = স্বীয়

- **ছন্দে ছন্দে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি :** রাজা শুদ্ধোদন মার্তণ্ড দেখবে বলে গবাক্ষ দিয়ে তাকালে দেখতে পায় সীমন্ত এলোমেলো, রক্তোষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ কুলটা নারী এবং সে প্রৌঢ় ও অন্যান্য কে নিয়ে শারঙ্গ বাজাচ্ছে। পরে রাজা অক্ষৌহিণী ও স্বৈরিণীকে বলল নারীটিকে অপহরণ করতে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

তৎসম শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎসম শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত	প্রাক্ + উক্ত = প্রাগুক্ত
বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর	ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত
ষট্ + অঙ্গ = ষড়ঙ্গ	অচ্ + অন্ত = অজন্ত
ষট্ + ঐশ্বর্য = ষড়ৈশ্বর্য	অপ্ + ইন্ধন = অবিন্ধন
ষট্ + আনন = ষড়ানন	সৎ + আশয় = সদাশয়
সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত	অপ্ + অগ্নি = অবগ্নি
মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি	বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন
পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
উৎ + চকিত = উচ্চকিত	তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র
শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র	বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা
চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি	তদ্ + ছিদ্র = তচ্ছিদ্র
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়
উৎ + ডীন = উড্ডীন	মহৎ + ডমরু = মহড্ডমরু
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন	বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল
তৎ + জন্য = তজ্জন্য	সৎ + জন = সজ্জন
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা	বিপদ্ + ঝঞ্ঝা = বিপজ্ঝঞ্ঝা
উৎ + নতি = উন্নতি	তদ্ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ	তদ্ + নিষ্ঠ = তন্নিষ্ঠ
ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি	উৎ + নয়ন = উন্নয়ন
মৃৎ + ময় = মৃন্ময়	তদ্ + মধ্যে = তন্মধ্যে
উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
উৎ + স্থিত = উত্থিত	উৎ + স্থিতি = উত্থিতি
তদ্ + পর = তৎপর	বিপদ্ + কাল = বিপৎকাল
তদ্ + কাল = তৎকাল	ক্ষুধ্ + কাতর = ক্ষুৎকাতর
হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড	এতদ্ + সত্ত্বেও = এতৎসত্ত্বেও
তদ্ + পরতা = তৎপরতা	হৃদ্ + স্পন্দন = হৃৎস্পন্দন
ষট্ + জ = ষড়জ	উৎ + গত = উদ্গত
অপ্ + ধি = অব্ধি	ষট্ + ধা = ষড়ধা
উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন	ষট্ + বর্গ = ষড়বর্গ
অপ্ + জ = অব্জ	ষট্ + বিংশ = ষড়বিংশ
ষট্ + বিধ = ষড়বিধ	ষট্ + ভুজ = ষড়ভুজ
উৎ + বেগ = উদ্বেগ	হরিৎ + বর্ণ = হরিদ্বর্ণ
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু	জগৎ + বিখ্যাত = জগদ্বিখ্যাত
উৎ + ভব = উদ্ভব	তৎ + ভব = তদ্ভব
উৎ + ভিদ = উদ্ভিদ	বিদ্যুৎ + বেগ = বিদ্যুদ্বেগ
সৎ + বংশ = সদ্বংশ	সৎ + ভাব = সদ্ভাব
বাক্ + যন্ত্র = বাগ্যন্ত্র	দিক্ + হস্তী = দিগ্হস্তী
ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র	উৎ + যত = উদ্যত
ষট + রস = ষড়রস	বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ
উৎ + যাপন = উদ্যাপন	উৎ + যম = উদ্যম
উৎ + যোগ = উদ্যোগ	তৎ + রূপ = তদ্রূপ
অলম্ + কার = অলংকার	সম্ + খ্যা = সংখ্যা
অহম্ + কার = অহংকার	কিম্ + কর = কিংকর
সম্ + পদ = সম্পদ	সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ
সম্ + মতি = সম্মতি	সম্ + বোধন = সম্বোধন
সম্ + বল = সম্বল	সম্ + মিলন = সম্মিলন
সম্ + যম = সংযম	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ
সম্ + যোগ = সংযোগ	সম্ + যত = সংযত
সম্ + রাগ = সংরাগ	সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত

সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন	কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি
সম্ + লাপ = সংলাপ	বশম্ + বদ = বশংবদ
সম্ + শ্লেষ = সংশ্লেষ	সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা
সম্ + সার = সংসার	সম্ + হার = সংহার
সম্ + হতি = সংহতি	সম্ + হত = সংহত
যষ্ + থ = ষষ্ঠ	রাজ্ + নী = রাজ্ঞী
যজ্ + ন = যজ্ঞ	লভ্ + ত = লব্ধ
দুহ্ + ত = দুগ্ধ	বিমুহ্ + ত = বিমুগ্ধ

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি :

আ + চর্য = আশ্চর্য	প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত
আ + পদ = আস্পদ	বন্ + পতি = বনস্পতি
এক + দশ = একাদশ	বাক্ + ঈশ্বরী = বাগেশ্বরী
গো + পদ = গোষ্পদ	বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র
তদ্ + কর = তস্কর	বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
পর + পর = পরস্পর	ষট্ + দশ = ষোড়শ
পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ	হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র
দিব্ + লোক = দ্যুলোক	মনস + ঈষা = মনীষা

বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধির দৃষ্টান্ত :

উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
পরি + কৃত = পরিষ্কৃত	সম্ + কৃত = সংস্কৃত
সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি	পরি + কার = পরিষ্কার
সম্ + কার = সংস্কার	

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি মনে রাখার কৌশল :

সংসদে অপ সংস্কৃতির উত্থান ঠেকাতে সংস্কৃত ভাষার সংস্কার আইন পরিষ্কার ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে।

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

অধঃ + গতি = অধোগতি	মনঃ + জগৎ = মনোজগৎ
অধঃ + গামী = অধোগামী	সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
পুরঃ + গামী = পুরোগামী	অধঃ + গমন = অধোগমন
মনঃ + গত = মনোগত	বয়ঃ + জ্যেষ্ঠ = বয়োজ্যেষ্ঠ
মনঃ + গামী = মনোগামী	মনঃ + জ = মনোজ
সরঃ + জ = সরোজ	মনঃ + দীপ = মনোদীপ
ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ	শিরঃ + দেশ = শিরোদেশ
মনঃ + লীন = মনোলীন	যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা
যশঃ + লাভ = যশোলাভ	শ্রেয়ঃ + লাভ = শ্রেয়োলাভ
নিঃ + রোগ = নীরোগ	নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র
নিঃ + রস = নীরস	নিঃ + রক্ত = নীরক্ত
নিঃ + রব = নীরব	চক্ষু + রোগ = চক্ষুরোগ
অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ	পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার
অহঃ + অহ = অহরহ	অন্তঃ + আলোক = অন্তরালোক
পুনঃ + অপি = পুনরপি	পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি
অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা	পুনঃ + আগমন = পুনরাগমন
অন্তঃ + ইত = অন্তরিত	অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পুনঃ + আগত = পুনরাগত	পুনঃ + উৎপত্তি = পুনরুৎপত্তি
প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ	পুনঃ + উদ্ভব = পুনরুদ্ভব
পুরঃ + উক্ত = পুনরুক্ত	পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার
অন্তঃ + ঈপ = অন্তরীপ	প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান
নিঃ + অপরাধ = নিরপরাধ	নিঃ + অবচ্ছিন্ন = নিরবচ্ছিন্ন
নিঃ + উপমা = নিরুপমা	নিঃ + উদ্বিগ্ন = নিরুদ্বিগ্ন
নিঃ + উচ্চার্য = নিরুচ্চার্য	নিঃ + উপায় = নিরুপায়
দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট	দুঃ + অধিগম্য = দুরধিগম্য
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা	দুঃ + আকাঙ্ক্ষা = দুরাকাঙ্ক্ষা
দুঃ + জন = দুর্জন	পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম
দুঃ + জ্ঞেয় = দুর্জ্ঞেয়	বহিঃ + জগৎ = বহির্জগৎ
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক	দুঃ + দান্ত = দুর্দান্ত
দুঃ + দশা = দুর্দশা	নিঃ + দোষ = নির্দোষ
নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব	নিঃ + দিষ্ট = নির্দিষ্ট
দুঃ + দম = দুর্দম	বহিঃ + দ্বার = বহির্দ্বার
চতুঃ + ধা = চতুর্ধা	নিঃ + ধারণ = নির্ধারণ
অহঃ + নিশ = অহর্নিশ	অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত
দুঃ + নীতি = দুর্নীতি	দুঃ + নাম = দুর্নাম
দুঃ + নিবার = দুর্নিবার	নিঃ + নয় = নির্ণয়
অন্তঃ + বর্তী = অন্তর্বর্তী	নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প
নিঃ + ভীক = নির্ভীক	প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ
প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব	আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ	নিঃ + লিপ্ত = নির্লিপ্ত
নিঃ + যাস = নির্যাস	নিঃ + লজ্জ = নির্লজ্জ
দুঃ + লক্ষণ = দুর্লক্ষণ	অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত
দুঃ + লভ = দুর্লভ	অন্তঃ + লীন = অন্তর্লীন
নভঃ + চর = নভশ্চর	নিঃ + চেতন = নিশ্চেতন
নিঃ + চয়= নিশ্চয়	নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট
নিঃ + চল = নিশ্চল	দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র
নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত	দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা
নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন	মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু
নিঃ + চুপ = নিশ্চুপ	শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন
নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র	শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ
দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য	সদ্যঃ + ছিন্ন = সদ্যশ্ছিন্ন
ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টংকার	চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়
আবিঃ + কার = আবিষ্কার	নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি
নিঃ + কর = নিষ্কর	পরিঃ + কার = পরিষ্কার
নিঃ + করুণ = নিষ্করুণ	বহিঃ + কার = বহিষ্কার
নিঃ + কলঙ্ক = নিষ্কলঙ্ক	বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত
নিঃ + প্রদীপ = নিষ্প্রদীপ	নিঃ + পত্র = নিষ্পত্র
আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল	দুঃ + কর্ম = দুষ্কর্ম
নিঃ + পেষণ = নিষ্পেষণ	চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ
ইতঃ + তত = ইতস্তত	মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব
নিঃ + তার = নিস্তার	মনঃ + তাপ = মনস্তাপ
নিঃ + তেজ = নিস্তেজ	মনঃ + তুষ্টি = মনস্তুষ্টি
দুঃ + তর = দুস্তর	শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ
অয়ঃ + কঠিন = অয়স্কঠিন	পুরঃ + কার = পুরস্কার
তিরঃ + কার = তিরস্কার	মনঃ + কামনা = মনস্কামনা
তেজঃ + ক্রিয় = তেজস্ক্রিয়	শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর

নমঃ + কার = নমস্কার	ভাঃ + কর = ভাস্কর
বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ
অধঃ + ক্রম = অধঃক্রম	অন্তঃ + ক্রীড়া = অন্তঃক্রীড়া
অন্তঃ + কোণ = অন্তঃকোণ	নিঃ + শত্রু = নিঃশত্রু
অন্তঃ + শত্রু = অন্তঃশত্রু	নিঃ + শব্দ = নিঃশব্দ
চক্ষুঃ + শূল = চক্ষুঃশূল	নিঃ + শেষ = নিঃশেষ
দুঃ + শাসন = দুঃশাসন	বহিঃ + শত্রু = বহিঃশত্রু
নিঃ + শঙ্ক = নিঃশঙ্ক	নিঃ + সন্দেহ = নিঃসন্দেহ
অন্তঃ + সংগতি = অন্তঃসংগতি	নিঃ + সহায় = নিঃসহায়
অন্তঃ + সলিলা = অন্তঃসলিলা	প্রাতঃ + স্মরণীয় = প্রাতঃস্মরণীয়
অন্তঃ + সার = অন্তঃসার	বহিঃ + সমুদ্র = বহিঃসমুদ্র
দুঃ + সংবাদ = দুঃসংবাদ	স্বতঃ + সিদ্ধ = স্বতঃসিদ্ধ
নিঃ + সংশয় = নিঃসংশয়	মনঃ + সংযোগ = মনঃসংযোগ
দুঃ + স্বপ্ন = দুঃস্বপ্ন	

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	ভাঃ + কর = ভাস্কর
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ	অহঃ + অহ = অহরহ

ছন্দে ছন্দে বিশেষ বিসর্গ সন্ধি :

বাচস্পতি বাবুর স্নেহের আস্পদ হরিশ্চন্দ্রও অহরহ গুরুকে প্রণাম করে ভাস্করে (সূর্য) অহর্নিশ।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে?
Ⓐ সমীভবনের Ⓑ বিষমীভবনের
Ⓒ অভিশ্রুতির Ⓓ বিপ্রকর্ষের
Ans Ⓐ

02. বিসর্গ সন্ধি কয় প্রকার?
Ⓐ তিন Ⓑ চার Ⓒ দুই Ⓓ পাঁচ
Ans Ⓒ

03. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
Ⓐ মার্তণ্ড Ⓑ ভাবুক
Ⓒ তন্বী Ⓓ অন্বেষণ
Ans Ⓐ

04. নিচের কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ?
Ⓐ কুড়িক Ⓑ উচ্ছেদ
Ⓒ তৎকাল Ⓓ দুষ্কর
Ans Ⓐ

05. সন্ধিতে 'র' এবং 'স' এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
Ⓐ ; Ⓑ ঃ Ⓒ Ⓓ হ
Ans Ⓑ

06. কোনটির নিয়মানুসারে সন্ধি হয় না?
Ⓐ গায়ক Ⓑ আশ্চর্য
Ⓒ পশ্বধম Ⓓ নদ্যম্বু
Ans Ⓑ

07. 'জগজ্জীবন' শব্দটি সন্ধির কোন নিয়মানুসারে হয়েছে?
Ⓐ ত + ঝ Ⓑ ত + জ
Ⓒ দ + ঝ Ⓓ দ + জ
Ans Ⓑ

08. 'প্রৌঢ়' শব্দটির যথাযথ সন্ধিবিচ্ছেদ হলো–
Ⓐ প্র + ঊঢ় Ⓑ প্রো + ঊঢ়
Ⓒ প্র + ওঢ় Ⓓ প্রো + ঔঢ়
Ans Ⓐ

09. নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে কোনটি?
Ⓐ মৃন্ময় Ⓑ বৃহস্পতি
Ⓒ বৃহদর্থ Ⓓ আদ্যন্ত
Ans Ⓑ

10. 'উচ্ছিষ্ট' শব্দের সন্ধিসাধিত রূপ কোনটি?
Ⓐ উদ্ + শিষ্ট Ⓑ উদগ + ছিষ্ট
Ⓒ উদ্ + ষ্ট Ⓓ উদ্ + ইষ্ট
Ans Ⓐ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৪

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ **ণ-ত্ব বিধান :** তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এর যথাযথ ব্যবহারের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

ণ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

- **ট-বর্গীয় বর্ণের আগে যুক্ত ব্যঞ্জনে তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' বসে। যেমন :**
  ণ্ + ট = ণ্ট : কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি।
  ণ্ + ঠ = ণ্ঠ : অবগুণ্ঠন, আকণ্ঠ, ময়ূরকণ্ঠী, লুণ্ঠন ইত্যাদি।
  ণ্ + ড = ণ্ড : গণ্ডমূর্খ, বাগ্‌বিতণ্ডা, কূপমণ্ডূক, পাষণ্ড, শ্মশ্রুমণ্ডিত।
- **তৎসম শব্দে 'র' এর পরে 'ণ' বসে। যেমন :** অরণ্য, করুণ, পুরাণ, বরণ, ধারণ, ধারণা, ব্যাকরণ ইত্যাদি।
- **তৎসম শব্দে রেফ (র্) এর পরে 'ণ' বসে। যেমন :** আকীর্ণ, ঘূর্ণন, দীর্ণ।
  লক্ষণীয় : সাধিত শব্দে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন : দুর্নাম, অহর্নিশ, দুর্নিবার, দুর্নীতি।
- **তৎসম শব্দে 'ঋ' এবং মূর্ধন্য-ষ এর পরে 'ণ' বসে। যেমন :** ঋণ, তৃণ, মৃণাল, মসৃণ, ঘৃণা, আকর্ষণ, বিভীষণ, পোষণ, দূষণ, ভূষণ, বিষণ্ন।

✎ **স্বভাবতই 'ণ' বসে এমন কয়েকটি শব্দ : (ছড়াকারে)**

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্বণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

✎ **বিশেষ তালিকা :** গণেশ, আণবিক, নগণ্য, শণ, ঘুণ, জীবাণু (স্বভাবতই 'ণ')।

ষ-ত্ব বিধান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ **ষ-ত্ব বিধান :** তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

- **ঋ কিংবা ঋ-কারের পর মূর্ধন্য ষ :** তৎসম শব্দে ঋ কিংবা ঋ-কারের পর বানানে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : ঋষভ, কৃষক, কৃষাণ, কৃষি, ঋষি, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষা, বর্ষা।
  ব্যতিক্রম : 'কৃশ্' ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশনা, কৃশকায় ইত্যাদি।
- **ই-কার এবং উ-কারের পর মূর্ধন্য ষ :** সন্ধিবদ্ধ, সমাসবদ্ধ কিংবা উপসর্গজাত শব্দের পরপদে কখনো দন্ত্য স এবং কখনো মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : অসহ কিন্তু বিষহ। এ ক্ষেত্রে একটি সরল সূত্র রয়েছে। সূত্রটি হচ্ছে : অ-স্বর এবং আ-স্বরের পর দন্ত্য স হয় এবং ই-স্বর (ই/ঈ) এবং উ-স্বর (উ/ঊ) -এর পর মূর্ধন্য ষ হয়।
- **ই স্বর এবং উ-স্বরের পর ইচ্ছা অর্থে- সন্ প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ষ হয়।** যেমন : জিগীষা, জিজীবিষা, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, চিকীর্ষা, জিগীষু, জিজীবিষু।
- **ট-বর্গের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জন আকারে তৎসম শব্দে 'ষ' প্রযুক্ত হয়।** যেমন : শিষ্টাচার, অনাসৃষ্টি, অন্ত্যেষ্টি, নিকৃষ্ট, ব্যষ্টি, সমষ্টি, পরিশিষ্ট, আদিষ্ট।
- **সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য ষ হয়।** যেমন : কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রীচরণেষু, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, বন্ধুবরেষু, সুহৃদবরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু।

✎ **লক্ষণীয় :** সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর দন্ত্য স হয়। যেমন : কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, পূজনীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু, সুজনীয়াসু।

✍ **'ই', 'উ'-কারান্ত উপসর্গের পরে তৎসম শব্দের বানানে 'ষ' বসে। যেমন :**

অভি	অভিষঙ্গ, অভিষেক, অভিষিক্ত।
নি	নিষঙ্গ, নিষাদী, নিষিক্ত, নিষিদ্ধ, নিষুপ্ত, নিষেধ।
পরি	পরিষদ, পরিষদীয়, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত।
প্রতি	প্রতিষেধক।
বি	বিষণ্ন, বিষম, বিষহ, দুর্বিষহ, বিষয়, বিষাদ।
অনু	অনুষঙ্গ।
সু	সুষম, সুষুপ্ত।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোন দুটি উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়?
Ⓐ অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত Ⓑ ই-কারান্ত ও উ -কারান্ত
Ⓒ এ-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত Ⓓ ও-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত **Ans Ⓑ**

02. 'তৎসম' শব্দে 'ঋ, র' এর পরে কোনটি বসবে?
Ⓐ স Ⓑ ষ
Ⓒ ণ Ⓓ য় **Ans Ⓒ**

03. বিদেশি এবং খাঁটি বাংলা শব্দের বানানে সর্বদাই–
Ⓐ ণ হয় Ⓑ ন হয়
Ⓒ মাঝে মাঝে ণ হয় Ⓓ ণ ও ন উভয়ই হয় **Ans Ⓑ**

04. কোন ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম ঠিক থাকে না?
Ⓐ দুটি বর্ণের মিলনে সন্ধি হলে Ⓑ কারক নির্ণয়ে
Ⓒ সমাসবদ্ধ দু পদের পার্থক্য থাকলে Ⓓ শব্দের বানানে **Ans Ⓒ**

05. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহার হয়েছে নিচের কোনটিতে?
Ⓐ তৃণ Ⓑ মরণ Ⓒ কাণ্ড Ⓓ ভাণ **Ans Ⓓ**

06. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' রক্ষিত হয়েছে?
Ⓐ ব্রাহ্মণ Ⓑ শাণ
Ⓒ হরিণ Ⓓ বর্ণ **Ans Ⓑ**

07. নিচের কোন শব্দটি স্বভাবতই ষ-ত্ব বিধি অনুসারে শুদ্ধ?
Ⓐ কোষ Ⓑ বর্ষা Ⓒ সুষমা Ⓓ মুমূর্ষু **Ans Ⓐ**

08. কোন শব্দে স্বভাবতই ষ হয়?
Ⓐ বাম Ⓑ পৌষ Ⓒ সুমনা Ⓓ ষষ্ঠী **Ans Ⓑ**

09. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?
Ⓐ দুর্নীতি Ⓑ দুর্ণাম Ⓒ গননা Ⓓ আপোশ **Ans Ⓐ**

10. ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী কোনটি অশুদ্ধ?
Ⓐ দুর্ণীতি Ⓑ দারুণ Ⓒ মূল্যায়ন Ⓓ বর্ণ **Ans Ⓐ**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৫

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ **প্রকৃতি :** শব্দ বা ধাতু বা পদের মূল অংশকে প্রকৃতি বলে। 'প্রকৃতি' কথাটির অর্থ 'মূল' অর্থাৎ ক্রিয়ামূল ও শব্দমূল। যেমন : √চল্ + আ; এখানে 'চল' হলো প্রকৃতি বা ধাতু। আর প্রত্যয় হলো 'আ'। ক্রিয়া প্রকৃতি বুঝানোর জন্য ধাতু চিহ্ন হিসেবে √ ব্যবহার করতে হয়।

✎ **প্রকারভেদ :** প্রকৃতি ২ প্রকার। যথা : ১. নাম প্রকৃতি ২. ক্রিয়া প্রকৃতি।

প্রত্যয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✍ **প্রত্যয় :** শব্দ গঠনের জন্য শব্দ বা নাম প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন : √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, মনু + অ = মানব। এখানে 'অন্ত' এবং 'অ' হলো প্রত্যয়।

✎ **প্রকারভেদ :** প্রত্যয় ২ প্রকার। যথা : ১. কৃৎ প্রত্যয় ২. তদ্ধিত প্রত্যয়।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা কৃৎপ্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
মথিত	√মথ্ + ইত	মার	√মার্ + অ
দেওন	√দে + অন	খাওন	√খা + অন
ছাওন	√ছা + অন	পড়া	√পড় + আ
দোলক	√দুল্ + অক	বাঁধনি	√বাঁধ্ + অনি
পাকড়াও	√পাকড় + আও	মোড়ক	√মুড় + অক
চড়াও	√চড় + আও	শুনানি	√শুন্ + আনি
জানানি	√জান্ + আনি	মাতাল	√মাত্ +আল
ডুবুরি	√ডুব্ + উরি	ভাজি	√ভাজ্ + ই
মিশাল	√মিশ্ + আল	মরিয়া	√মর্ + ইয়া
বেড়ি	√বেড় + ই	ডাকু	√ডাক্ + উ
পড়তা	√পড় + তা	বাড়তি	√বাড় + তি
ঘাটতি	√ঘাট্ + তি	ডাক	√ডাক্ + অ
ছাড়	√ছাড় + অ	পাওন	√পা + অন
গাওন	√গা + অন	ঝাড়ন	√ঝাড় + অন
মিশুক	√মিশ্ + উক	বাজনা	√বাজ্ + অনা
মাজন	√মাজ্ + অন	ঢাকনা	√ঢাক্ + অনা
থাকা	√থাক্ + আ	ঘুমন্ত	√ঘুম্ + অন্ত
ফোটা	√ফুট্ + আ	ফুটন্ত	√ফুট্ + অন্ত
বাড়ন্ত	√বাড় + অন্ত	টনক	√টন্ + অক
খোদাই	√খুদ্ + আই	বসা	√বস্ + অ + আ
ভরা	√ভৃ + আ	ঢালাই	√ঢাল + আই
মরিয়া	√মর্ + ইয়া	জাগান	√জাগ্ + আন
বাঁধান	√বাঁধ + আন	উজান	√উজ্ + আন
ঝাঁকানি	√ঝাঁক্ + আনি	চালান	√চাল্ + আন
লেখক	√লিখ্ + অক	হাঁচি	√হাঁচ্ + ই
হাসি	√হাস্ + ই	গাইয়ে	√গা + ইয়ে
পিছল	√পিছ্ + অল	সাজোয়া	√সাজ্ + উয়া
বাজিয়ে	√বাজ্ + ইয়ে	কাঁদুক	√কাঁদ + উক
ঝরনা	√ঝর্ + না	বাঁচোয়া	√বাঁচ্ + ওয়া
ধরতা	√ধর্ + তা	চলতা	√চল্ + তা
কাটতি	√কাট্ + তি	উঠতি	√উঠ্ + তি
কমতি	√কম্ + তি	গনতি	√গন্ + তি
মাগনা	√মাগ্ন + আ	দলিত	√দল্ + ইত
বাটনা	√বাট্ + না	ফাটক	√ফাট্ + অক

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
পাচক	√পচ্ + অক	জনক	√জন্ + অক
পাঠ	√পঠ্ + অ	মগ্ন	√মস্জ্ + ত
শ্রবণ	√শ্রু + অন্	জ্ঞান	√জ্ঞা + অন্
যন্ত্রণা	√যন্ত্র + অন + আ	মত্ত	√মদ্ + ত
রক্ত	√রনজ্ + ত	ক্রীত	√ক্রী + ত
গ্রথিত	√গ্রন্থ্ + ত	নিন্দিত	√নিন্দ্ + ত
উপ্ত	√বপ্ + ত	শয়ান	√শী + আন

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
প্রশ্ন	√প্রচ্ছ্ + ন	স্বপ্ন	√স্বপ্ + ন
শয্যা	√শী + য + আ	হিংস্র	√হিন্স্ + র
উৎসর্গ	উৎ + √সৃজ্ + অ	ইন্দ্র	√ইন্দ্ + র
ঈর্ষা	√ঈর্ষ্ + অ + আ	চূর্ণ	√চূর্ণ + অ
আহত	আ +√হন্ + ত	যুদ্ধ	√যুধ্ + ত
বাস	√বস্ + অ	জ্ঞাত	√জ্ঞা + ত (ক্ত)
খ্যাত	√খ্যা + ত (ক্ত)	সুপ্ত	√স্বপ্ + ত (ক্ত)
গত	√গম্ + ত (ক্ত)	জাত	√জন্ + ত
দগ্ধ	√দহ্ + ত (ক্ত)	ছিন্ন	√ছিদ্+ ত (ক্ত)
লব্ধ	√লভ্ + ত (ক্ত)	দত্ত	√দা + ত (ক্ত)
সৃষ্ট	√সৃজ্ + ত (ক্ত)	উক্ত	√বচ্ + ত (ক্ত)
মুক্তি	√মুচ্ + তি (ক্তি)	ঈশ্বর	√ঈশ্ + বর্
পাক	√পচ্ + অ (ঘঞ)	সেনা	√সি + ন + আ
পায়ী	√পা + ইন	ধার্য	√ধৃ + য
অস্ত্র	√অস্ + ত্র	ভেদ	√ভিদ্ + অ
ইচ্ছা	√ইষ্ + অ + আ	সেতু	√সি + তু
হিংস্রক	√হিন্স্ + র + ক	কৃষ্টি	√কৃষ্ + তি (ক্তি)

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
কানাচ	কান + আচ	বোকাপানা	বোকা + পানা
ডিঙা	ডিঙি + আ	বাঘা	বাঘ + আ
সেমত	সে + মত	পাগলপারা	পাগল + পারা
সতিন	সতী + ন	নামতা	নাম + তা
সাপিনী	সাপ + ইনি	চাকতি	চাক + তি
চড়ক	চড় + ক	লালপানা	লাল + পানা
গোদা	গোদ + আ	ঢালু	ঢাল + উ
জ্বরুয়া > জ্বরো	জ্বর + উয়া	লাজুক	লাজ + উক
বাতুয়া	বাত + উয়া	জীবনভর	জীবন + ভর
ঘরোয়া	ঘর + উয়া	বাটাভরা	বাটা + ভরা
জলুয়া > জলো	জল + উয়া	দিনভর	দিন + ভর
দুরন্তপনা	দুরন্ত + পনা	জেঠতুতো	জেঠ + তুত

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
হৈমন্ত	হেমন্ত + অ	শাক্ত	শক্তি + অ
স্মার্ত	স্মৃতি + অ	কৌরব	কুরু + অ
বৈধ	বিধি + অ	তৈল	তিল + অ
সৌহার্দ্য	সুহৃদ্ + অ (য)	যৌবন	যুবন + অ
সৌরভ	সুরভি + অ	শৌচ	শুচি + অ
গৌরব	গুরু + অ	জৈন	জিন + অ
নৈতিক	নীতি + ইক	দৈব	দেব + অ
সাহিত্য	সহিত + য	নাবিক	নৌ + ইক
মৌখিক	মুখ + ইক	ঔপন্যাসিক	উপন্যাস + ইক
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	পণ্ডিত	পণ্ডা + ইত
অগ্রিম	অগ্র + ইম	পশ্চিম	পশ্চাৎ + ইম

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
গ্রামীণ	গ্রাম + ঈন্	মানবীয়	মানব + ঈয়
পাথেয়	পথিন্ + এয়	পৈতৃক	পিতৃ + ইক
মাতৃক	মাতৃ + ক	মাতৃত্ব	মাতৃ + ত্ব
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	চঞ্চলতা	চঞ্চল + তা
তারুণ্য	তরুণ + য	প্রাচুর্য	প্রচুর + য
পৌরোহিত্য	পুরোহিত + য	প্রাচ্য	প্রাচ্ + য
বলিষ্ঠ	বলবৎ + ইষ্ঠ	ক্ষুদ্রতম	ক্ষুদ্র + তমট
গ্রামিক	গ্রাম + ইক	বাদলা	বাদল + আ
বৈদ্য	বিদ্যা + অ	সার্বভৌম	সর্বভূমি + অ
সপ্তম	সপ্তন্ + ম	পানতা	পানি + তা
সৌজন্য	সুজন + য	বৈমাত্রেয়	বিমাতৃ + এয়

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূলশব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
নজরানা	নজর + আনা	দারোগাগিরি	দারোগা + গিরি
দাতাগিরি	দাতা + গিরি	পাণ্ডাগিরি	পাণ্ডা + গিরি
কর্তাগিরি	কর্তা + গিরি	মাঝিগিরি	মাঝি + গিরি
মাস্তানগিরি	মাস্তান + গিরি	মুটেগিরি	মুটে + গিরি
বাবুগিরি	বাবু + গিরি	দারোয়ান	দ্বার + ওয়ান
পিলখানা	পিল + খানা	মুদিখানা	মুদি + খানা
শুঁড়িখানা	শুঁড়ি + খানা	ছাপাখানা	ছাপা + খানা
মুসাফিরখানা	মুসাফির + খানা	কসাইখানা	কসাই + খানা
দপ্তরখানা	দপ্তর + খানা	দস্তরখানা	দস্তর + খানা
বেশরম	বে + শরম	গালিচা	গালি + চা
চামচা	চাম + চা	বাবুর্চিখানা	বাবুর্চি + খানা
বাতিদান/দানি	বাতি + দান	মজাদার	মজা + দার
ফৌজদার	ফৌজ + দার	অংশীদার	অংশী + দার
জমিদার	জমি + দার	নীলচে	নীল + চে
সমঝদার	সমঝ + দার	জোয়ারদার	জোয়ার + দার

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'চোর' শব্দে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করলে কী অর্থ প্রকাশ করে?
Ⓐ সামান্য Ⓑ সাদৃশ্য Ⓒ অবজ্ঞা Ⓓ মিঠাই **Ans C**

02. কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কৃৎপ্রত্যয় কোনটি?
Ⓐ ভোজ্য Ⓑ চলিষ্ণু Ⓒ আত্মঘাতী Ⓓ শ্রমী **Ans B**

03. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ?
Ⓐ শৈব Ⓑ সৌর Ⓒ দৈব Ⓓ চৈত্র **Ans B**

04. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ নয়?
Ⓐ ভাবুক Ⓑ পঙ্কিল Ⓒ গরিব Ⓓ বৈজ্ঞানিক **Ans C**

05. ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠনে ধাতুর পরে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়?
Ⓐ আন Ⓑ আল Ⓒ আও Ⓓ আই **Ans D**

06. নিচের কোনটি বাংলা কৃৎপ্রত্যয়?
Ⓐ দর্শন Ⓑ প্রকৃতি Ⓒ জিত Ⓓ জাত **Ans C**

07. কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?
Ⓐ ষ্ণিক Ⓑ ষ্ণেয় Ⓒ সাৎ Ⓓ সা **Ans C**

08. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?
Ⓐ মেধাবী Ⓑ নীলিমা Ⓒ গিন্নিপনা Ⓓ মেঘলা **Ans C**

09. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন নামপদকে কী বলে?
Ⓐ ধাতু Ⓑ প্রতিনাম Ⓒ প্রাতিপদিক Ⓓ কৃদন্ত **Ans C**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৬

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ : গঠনগত দিক থেকে শব্দ দুই প্রকার। যথা :
ক. মৌলিক শব্দ খ. সাধিত শব্দ।

- **মৌলিক শব্দ :** যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন : গোলাপ, নাক, লাল, তিন।
- **সাধিত শব্দ :** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। যেমন : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), ডুবুরি (ডুব + উরি)।

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ : অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।

- **যৌগিক শব্দ :** যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন :
  মিতালি = মিতা + আলি – অর্থ : মিতার ভাব বা বন্ধুত্ব।
  গায়ক = গৈ + ণক (অক) – অর্থ : গান করে যে।
  কর্তব্য = √কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।
  বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।
  পাঠক = √পঠ্ + অক (<ণক) – অর্থ : পাঠ করে যে।
- **রূঢ়ি শব্দ :** যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন : হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ– হস্ত আছে যার, কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো + এষণা) অর্থ– গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ :
১. **বাঁশি–** বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
২. **তৈল–** শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন : বাদাম-তেল।
৩. **প্রবীণ–** শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৪. **সন্দেশ–** শব্দ প্রত্যয়গত অর্থ 'সংবাদ'। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।
৫. **কুশল–** (কুশ + √লা + অ) শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ 'যজ্ঞের জন্য কুশ আহরণ করে যে'। কিন্তু লোকপ্রচলিত অর্থ নিপুণ, দক্ষ বা মঙ্গল।
৬. **অতিথি–** ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যার তিথি নেই'। কিন্তু প্রচলিত অর্থ মেহমান।

- **যোগরূঢ় শব্দ :** সমাসনিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন :

১. **পঙ্কজ–** পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি কেবল 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
২. **রাজপুত–** 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ'।
৩. **মহাযাত্রা–** মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে 'মহাযাত্রা' শব্দটি কেবল 'মৃত্যু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. **জলধি–** 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে কেবল 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

CamScanner

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : উৎসগতভাবে শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা :

■ **তৎসম শব্দ :** তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন : চন্দ্র, ধর্ম, ভবন, মনুষ্য, সূর্য, পাত্র, নক্ষত্র, পর্বত।

■ **অর্ধ-তৎসম শব্দ :** বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন :

তৎসম শব্দ >	অর্ধ-তৎসম শব্দ	তৎসম শব্দ >	অর্ধ-তৎসম শব্দ
সূর্য >	সুরুজ	পুত্র >	পুত্তুর
রাত্রি >	রাত্তির	যত্ন >	যতন

■ **তদ্ভব শব্দ :** তদ্ভবকে পারিভাষিক ও খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়। 'তদ্ভব' এর অর্থ [তৎ (তার) + ভব (উৎপন্ন)] তার থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন : চামার, চোখ, বিয়ে, মাথা, দেওর ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ >	প্রাকৃত শব্দ >	তদ্ভব শব্দ
অদ্য >	অজ্জ >	আজ
চন্দ্র >	চন্দ >	চাঁদ
হস্ত >	হথ >	হাত
কৃষ্ণ >	কহ্নু >	কানু
কর্ম >	কজ্জ >	কাজ
বধূ >	বহু >	বউ

■ **দেশি শব্দ :** বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, ঢেঁকি, ঢোল, চাউল, ডিঙ্গি, টোপর, চাঙারি, কয়লা, কাঁচা, কামড়, ডাঁসা, পয়লা, খড়, ঝানু, ঝামা, ঝিনুক, ঢেউ, বাঙ্গি, ডাঁটি, ডাহা।

■ **বিদেশি শব্দ :** যেসব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে তাকে বিদেশি শব্দ বলে। যেমন : ইসলাম (আরবি), নামাজ (ফারসি) ইত্যাদি।

আরবি শব্দ

আরবি শব্দ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ২. প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ।

➤ **আরবি শব্দের উদাহরণ :**

■ আল্লাহ, আকবর, আদালত, আলেম, আমলা, আমিন, আলাদা, আসল, আসবাব, আসামি, আমানত।
■ ঈমান, ঈদ, ইসলাম, ইনকিলাব, ইনসান, ইহুদি।
■ উজির, উকিল। ■ ওজু, ওজর, ওকালত।
■ এজলাস, এলেম।
■ কলম, কানুন, কুরআন, কোরবানি, কাফন, কাফের, কালাম, কালিয়া, কেচ্ছা, কৈফিয়ত, কেরামতি, কদম (পা অর্থে), কুদরত, কিতাব, কদর, কেবলা, কসাই, কিয়ামত। ■ খবর, খারাপ, খাসি, খারিজ, খাজনা।
■ গজল, গরিব, গোসল, গায়েব।
■ জাকাত, জেহাদ, জান্নাত, জাহান্নাম, জরিমানা, জল্লাদ, জলসা, জাহাজ, জুলুম।
■ তওবা, তালাক, তসবি, তুফান। ■ দোয়াত, দৌলত, দুনিয়া, দাখিল, দালাল।
■ নবাব, নগদ। ■ ফরজ, ফকির।
■ বাকি, বকেয়া।
■ মশকরা, মশগুল, মুন্সেফ, মোক্তার, মসজিদ, মনিব, মহকুমা, মলম, মসনদ, মুশকিল, মুসাফির, মোল্লা।
■ রায় ■ লোকসান ■ শয়তান ■ সিন্দুক
■ হারাম, হালাল, হাদিস, হেফাজত।

ফারসি শব্দ

ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ২. প্রশাসনিক শব্দ/সাংস্কৃতিক শব্দ ৩. বিবিধ শব্দ।

➤ **ফারসি শব্দ :** ■ আমদানি, আইন, আজাদ, আফগান, আবাদ, আয়না, আরাম (সুখ অর্থে), আসমান, আদমি।
■ কাগজ, কাবুলি, কারবার, কারখানা, কামিজ, কামান (ধনুক অর্থে)।
■ খোদা, খরগোশ, খুশি, খানসামা।
■ গরম, গালিচা, গোমস্তা, গোরস্থান, গোলাপ, গুনাহ।
■ চশমা, চাকরি, চাদর, চাঁদা (সংগৃহীত অর্থ সংক্রান্ত)।
■ জবানবন্দি, জিন্দা, জমি, জর্দা, জানোয়ার, জাম (বড়ো পেয়ালা অর্থে), জামা, জায়গা, জঙ্গি, জামদানি।
■ তোশক, তারিখ, তরমুজ।
■ দরজা, দফতর, দস্তখত, দৌলত, দোজখ, দরবেশ, দরবার, দোকান, দামামা, দারোয়ান, দেওয়াল, দরজি।
■ নালিশ, নার্গিস, নামাজ, নমুনা, নামি, নাশতা।
■ পাঞ্জাবি, পেয়াদা, পেশকার, পয়গম্বর।
■ ফেরেশতা, ফরমান।
■ বালিশ, বেতার, বাদশাহ, বান্দা, বদমাশ, বাগান, বাগিচা, বরফ, বাজার, বাদাম, বিবি, বেগম, বেহেশত।
■ মোহর, মাহিনা, মেথর।
■ রোজা, রসদ, রফতানি, রোজ, লাল (রঙ অর্থে)।
■ শরম।
■ সুদ, সফেদ, সেতার।
■ হিন্দু, হাজার, হাঙ্গামা।

ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি শব্দ : ইউনিভার্সিটি, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল, আফিম (opium), অফিস (office), স্কুল (school), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), কামান (আগ্নেয়াস্ত্র অর্থে), ফুটবল, স্টেশন, সার্কাস, বোতল, ইঞ্জিন, হাইকোর্ট, পেনশন, ট্যাক্সি, ডাক্তার, পাউডার, পেন্সিল, বোনাস, টেনিস, ক্লাস, কোম্পানি, উইল, লেবেল, জাঁদরেল, থিয়েটার, এজেন্ট, কনস্টেবল, ক্লাব, ডজন, ফটো, ফ্যাশন, আরদালি, সিগন্যাল, টেবিল, চেয়ার, নম্বর, টিকিট, বুরুশ, টিফিন, টিপাই, সাস্ত্রি, কেরোসিন, ইউনিয়ন, ইউনিক, ফটোগ্রাফ, লণ্ঠন, কাস্টমস, তোরঙ্গ, ডেপুটি ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দ

পর্তুগিজ শব্দ : আলমারি, আলপিন, আনারস, বালতি, পাউরুটি, গুদাম, আতা, পাদ্রি, বেহালা, আয়া, মাস্তুল, নিলাম, গরাদ, গির্জা, মিস্ত্রি, ইস্পাত, চাবি, যিশু, কপি (বাঁধা কপি অর্থে), পেঁপে, আলকাতরা, কামরা, বোতাম, পেয়ারা, কেদারা (একজনের বসার উপযোগী উঁচু আসনবিশেষ), পেরেক, তোয়ালে, আচার (তেল মসলা সহযোগে তৈরি টক ঝাল মিষ্টি খাদ্যবস্তু), ইস্তিরি, ফিতা, টোকা (শুকনো পাতা অর্থে), গামলা, সালসা, বোম্বেটে, ইংরেজ, ইংরেজি ইত্যাদি।

ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি শব্দ

ফরাসি : কার্তুজ, ক্যাফে, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, আঁতাত, আতেল।

হিন্দি : পানি, ধোলাই, লাগাতার, সমঝোতা, হালুয়া, কাহিনি, টহল, ডেরা, তাঞ্জাম, ধাপ্পা, ছিটকানি (খিল বা হুড়কো অর্থে), চারা (পশু বা মাছের খাদ্য), নানা (মায়ের বাবা), চিকনাই, খানা (খাদ্য অর্থে) ইত্যাদি।

তুর্কি : কুর্নিশ, কুলি (মুটে, শ্রমিক), খোকা, চাকর, চাকু, বাবুর্চি, বাবা, বাহাদুর, লাশ (মরাদেহ), মোগল, সওগাত, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।

জাপানি শব্দ : হারাকিরি, রিক্সা, হাসনাহেনা, জুডো, ক্যারাটে, সুনামি, সুশি ইত্যাদি।

CamScanner

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

- **চীনা শব্দ :** চা, চিনি, লিচু, সাম্পান ইত্যাদি।
- **ওলন্দাজ :** টেক্কা, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্কাপন ইত্যাদি।
- **বর্মি শব্দ :** লুঙ্গি, ফুঙ্গি, নাপ্পি, প্যাগোডা, চঙ (মঠ) ইত্যাদি।
- **সাঁওতালি :** কামড়, কাঙাল, ঢিলা, হাঁড়িয়া, গোর্দ। [বাংলা একাডেমি : প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ]
- **ইতালীয় :** ক্যাসিনো, পিৎজা, সোপ্রানো, মাফিয়া।
- **গুজরাটি :** খদ্দর, হরতাল, খাদি, গরবা।
- **পেরু :** কুইনাইন।
- **দক্ষিণ আফ্রিকান :** জিরাফ, জেব্রা।
- **এস্কিমো :** ইগলু, কায়াক।
- **সিংহলি :** সিডর।
- **গ্রিক শব্দ :** দাম, সুড়ঙ্গ।
- **রুশ :** কমরেড, ভোদ্‌কা
- **মালয় :** কিরিচ, কাকাতুয়া।
- **স্পেনিশ :** এল নিনিও, ডেঙ্গু।
- **মেক্সিকান :** চকলেট
- **মৈথিলি :** মুঝ, তুম, পহুঁ, ভেল।
- **কোল :** বোঙ্গা।
- **তামিল :** চুরুট।
- **পাঞ্জাবি :** শিখ, চাহিদা।
- **জার্মান :** নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন।

মিশ্র শব্দ

মিশ্র শব্দ : দেশি ও বিদেশি অথবা দুটো ভিন্ন জাতীয় ভাষার শব্দ একত্র হয়ে যে শব্দ গঠন করে তাকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন :

খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম)	হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম)
হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)	পকেট-মার (ইংরেজি + বাংলা)
চৌ-হদ্দি (ফারসি + আরবি)	রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি)
ডাক্তার-খানা (ইংরেজি + ফারসি)	কালি-কলম (সংস্কৃত + আরবি)
হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি)	

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'চরকা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ পাঞ্জাবি Ⓑ জাপানি Ⓒ চীনা Ⓓ গুজরাটি Ans D

02. 'মুৎসুদ্দি' শব্দটি কী?
Ⓐ দেশি Ⓑ তদ্ভব Ⓒ তৎসম Ⓓ বিদেশি Ans D

03. 'হিবাচি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ ফারসি Ⓑ জাপানি Ⓒ আরবি Ⓓ ওলন্দাজ Ans B

04. 'রায়, তসবি' শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে এসেছে?
Ⓐ ফরাসি Ⓑ ইংরেজি Ⓒ পর্তুগিজ Ⓓ আরবি Ans D

05. 'তুম' শব্দটির উৎস ভাষা কোনটি?
Ⓐ মৈথিলি Ⓑ মারাঠি Ⓒ পাঞ্জাবি Ⓓ গুজরাটি Ans A

06. নিচের কোনটি দেশি শব্দ?
Ⓐ চোঙ্গা Ⓑ কলম Ⓒ কৃপণ Ⓓ কপি Ans A

07. 'প্রাকৃত' এর অর্থ কী?
Ⓐ মূল Ⓑ স্বাভাবিক Ⓒ পুরাতন Ⓓ নতুন Ans B

08. অনার্যদের সৃষ্ট শব্দগুলো কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ অর্ধ-তৎসম Ⓑ তৎসম Ⓒ তদ্ভব Ⓓ দেশি Ans D

09. নিচের কোনটি বর্মি ভাষার শব্দ?
Ⓐ চানাচুর Ⓑ আলপিন Ⓒ ফুঙ্গি Ⓓ আলমারি Ans C

10. 'আজব' শব্দটি কোন বিদেশি শব্দ?
Ⓐ আরবি Ⓑ ফরাসি Ⓒ হিন্দি Ⓓ উর্দু Ans A

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৭

কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা : ১. বর্তমান কাল ২. অতীত কাল ও ৩. ভবিষ্যৎ কাল

বর্তমান কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

- ক্রিয়া যে রূপে এখন হচ্ছে, হয় বা চিরকাল হয়ে থাকে, এমন বোঝাতে বর্তমান কাল হয়। যেমন : আমি গান গাই।
- বর্তমান কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান ও গ. পুরাঘটিত বর্তমান

ক. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন : আমি বাড়ি **যাই**।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন : সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায় (স্বাভাবিকতা)। আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই (অভ্যস্ততা)।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝাবার জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : নীরা বই **পড়ছে**।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা : বক্তা বললেন, 'শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত **হচ্ছে**, দিকে দিকে আগুন **জ্বলছে**।'
২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই **আসছি**।
৩. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে ঘটমান বর্তমান কাল হয়। উদাহরণ- লোকটি অনবরত **ডাকছে**, তবু কেউ তার কাছে ছুটে এলো না। - আমরা আগামীকাল ঢাকা **যাচ্ছি** ('যাব' অর্থে)। দাঁড়াও, **আসছি** ('এখনই আসব' অর্থে)।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **হয়েছি**। এতক্ষণ আমি অঙ্ক **করেছি**।

অতীত কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

অতীত কাল : যে ক্রিয়া আগে ঘটে গেছে, তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন : আমি গিয়েছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হল। পুলিশ ডাকাতকে গুলি **করল**। সে স্কুলে গেল। **শুনলাম** পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে। এখন **বুঝলাম**, তুমি চাঁদা দেবে না।

প্রকারভেদ : অতীত কাল চার প্রকার। যথা :
ক. সাধারণ অতীত
খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
গ. ঘটমান অতীত
ঘ. পুরাঘটিত অতীত

ক. সাধারণ অতীত কাল : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল। যেমন : প্রদীপ নিভে **গেল**। শিকারি পাখিটিকে গুলি **করল**।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : 'এক্ষণে **জানিলাম**, কুসুমে কীট আছে।'
২. বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় **হলাম**।

খ. নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন : আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ **করতাম**। তিনি প্রত্যহ অফিসে **যেতেন**।

CamScanner

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :

১. কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হতো।
২. অসম্ভব কল্পনায় : i. "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে, দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।"
ii. সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ।
iii. শৈশবের দিনগুলি যদি ফিরে আসত।
৩. সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে ভালই হতো।

গ. **ঘটমান অতীত কাল :** অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি, ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে **ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল** হয়। যেমন : কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। আমরা তখন বই পড়ছিলাম।

ঘ. **পুরাঘটিত অতীত কাল :** যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল** বলা হয়। যেমন : সেবার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটবে, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি যাব।

প্রকারভেদ : ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ ও গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

ক. **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়া এখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বোঝালে, তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি কি গাহিব গান (রজনীকান্ত সেন)। শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. **আক্ষেপ প্রকাশে :** আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন : কে জানত, আমার ভাগ্য এমন **হবে**? সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি বাজবে?
২. **সন্দেহ প্রকাশে :** অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন : ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে **থাকবেন**। তোমারা হয়তো 'বিশ্বনবি' পড়ে **থাকবে**।
৩. **অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশে :** আপনি যাবেন।

খ. **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে এমন বোঝায়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : তিনি ক্লাসে পড়াতে থাকবেন।

গ. **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল :** ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত করে অতীতে বা বর্তমানে কোনো কাজ হয়েছে, এরূপ সন্দেহ বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। ক্রিয়ার রূপটি ভবিষ্যৎবাচক হলেও, অর্থে অতীতকে বোঝায় এবং সন্দেহের ভাবটি বর্তমান থাকে। এজন্য এ কালকে সন্দিগ্ধ অতীত কালও বলে। যেমন : হয়তো কোথাও তোমাকে দেখে থাকবে। তুমি ছাড়া আর কে গিয়ে থাকবে?

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।' এটি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ কাব্যের ভণিতায় Ⓑ স্থায়ী সত্য প্রকাশে
Ⓒ অনিশ্চয়তা প্রকাশে Ⓓ ঐতিহাসিক বর্তমান **Ans C**

02. কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?
Ⓐ আমরা গিয়েছি Ⓑ সে কি গিয়েছিল?
Ⓒ দেখে এলাম তারে Ⓓ আবার আসিব ফিরে **Ans B**

03. 'এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।' কোন বর্তমান কালের উদাহরণ?
Ⓐ পুরাঘটিত বর্তমান Ⓑ ঘটমান বর্তমান
Ⓒ ঘটমান অতীত Ⓓ পুরাঘটিত অতীত **Ans A**

04. নিত্যবৃত্ত অতীত কালের উদাহরণ কোনটি?
Ⓐ তুমি পড়তে থাকবে Ⓑ আমি সেখানে যেতাম
Ⓒ তুমি গিয়েছিলে Ⓓ আমি লিখে থাকব **Ans B**

05. কোনটি সাধারণ অতীত কালের উদাহরণ?
Ⓐ আমরা অঙ্ক করছিলাম Ⓑ বাবা বাড়ি গিয়েছিলেন
Ⓒ আমরা রোজ বেড়াতে যেতাম Ⓓ প্রদীপ নিভে গেল **Ans D**

বাংলা ২য় পত্র অধ্যায়-১৮

সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

সমার্থক শব্দের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

অন্ধকার : আঁধার, আঁধারি, তমস, তমিস্র, তমিস্রা, তিমির, শর্বর, নভাক।
আকাশ : খ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, দ্যুলোক, অম্বর, অভ্র, ক্রন্দসী, নভ।
আলো : জ্যোতি, নুর, প্রভা, আভা, দীপ্তি, ভাস, বিভা, দ্যুতি, প্রদ্যোত।
আগুন : অগ্নি, পাবক, সর্বভুক, বিভাবসু, হুতাশন, কৃশাণু, বায়ুসখা, বহ্নি।
ইন্দ্র : বাসব, সুরেশ, অধিপতি, দেবপতি, দেবরাজ, পাকনাশন।
ঈশ্বর : বিভু, ঈশ, জগন্নাথ, পৃথ্বীশ, অন্তর্যামী, পরেশ, পরমেশ, দীনেশ।
ইচ্ছা : কামনা, বাসনা, বাঞ্ছা, অভিপ্রায়, অভীপ্সা, এষণা, অভিরুচি।
উজ্জ্বল : দীপ্ত, শোভামান, প্রজ্বলিত, ঝলমলে, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, ভাস্বর।
উগ্র : কোপন, কর্কশ, ক্রুদ্ধ, রূঢ়, তীক্ষ্ণ, ভয়ানক, অত্যুগ্র, উদগ্র।
উষা : প্রাতঃ, বিভাত, নিশান্ত, অহনা, উষসী, প্রাতকাল, প্রভাত, প্রত্যুষ।
ঋত্বিক : যজি, হোত্রী, হোমক, যাজক, যাজ্ঞিক, হোমী, অবিন, সাগ্নিক।
ঐশ্বর্য : সম্পদ, বিত্ত, তোয়া, ধনরত্ন, মহিমা, বৈভব, প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব।
ঔদ্ধত্য : ধৃষ্টতা, বিরুদ্ধাচরণ, দম্ভ, দেমাক, অবিনয়, উগ্রতা, অবাধ্য।
কন্যা : দুহিতা, দুলালি, তনুজা, দারিকা, তনয়া, পুত্রী, ঝি, নন্দিনী।
কুল : যুথ, বংশ, জাতি, বর্ণ, সমূহ, শ্রেণি, জাত, গোত্র, গোষ্ঠী।
কবুতর : রেবতক, নোটন, লোটন, পায়রা, পারাবত, কপোত, লক্কা।
কূল : তট, তীর, কাঁধার, তীরভূমি, বেলা, বেলাভূমি, সৈকত, ধার।
কাক : বায়স, বলিভুক, পরভৃৎ, অন্যভৃৎ, কাণুক, বৃক, কাকাল।
কপাল : ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদৃষ্ট, নিয়তি, গোধি, রগ।
কোকিল : অন্যপুষ্ট, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পরভৃত, বসন্তদূত, পিক।
খবর : সমাচার, উদন্ত, বার্তা, তথ্য, বিবরণ, সংবাদ, বৃত্তান্ত, সন্দেশ।
গরু : গো, পয়স্বিনী, গাভী, ধেনু।
গাছ : বৃক্ষ, তরু, পাদপ, দ্রুম, পত্রী, স্কন্ধী, পল্লবী, বিটপী, অটবী।
ঘন : ঘোর, নিবিড়, গাঢ়, গভীর, জমাট, অভ্র, মেঘ, বিগাঢ়, সান্দ্র।
ঘর : নিকেতন, আবাস, সদন, প্রকোষ্ঠ, কোষ্ঠ, কাটরা, ঘুপসি।
ঘোড়া : অশ্ব, ঘোটক, হয়, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, কীকট, বামী।
চোখ : আঁখি, চক্ষু, নেত্র, লোচন, নয়ন, নয়না, দর্শনেন্দ্রিয়, আঁখ, অক্ষি।
চন্দ্র : বিধু, সোম, নিশাকর, শশধর, রাকেশ, ইন্দু, মৃগাঙ্ক, সুধাংশু।
চুল : কেশ, অলক, কচ, কুন্তল, চুলক, শিরোজ, মূর্ধজ, চিকুর, কৃশলা।
ছবি : আলেখ্য, প্রতিমূর্তি, কান্তি, শোভা, দীপ্তি, পট, চিত্র, নকশা।
জ্যোৎস্না : জোছনা, চন্দ্রালোক, কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রকর, চন্দ্রসুধা।
জলাশয় : দিঘি, জলা, সরোবর, পুকুর, পুষ্করিণী, হ্রদ, সরস, পল্বল।
জল : অম্বু, অপ, উদক, পয়ঃ, ইরা, ইলা, পুষ্কর, তোয়, নীর, সলিল।
ঠাট্টা : তামাশা, পরিহাস, উপহাস, রসিকতা, মশকরা, বিদ্রূপ।
ঠোঁট : অধর, চঞ্চু, ওষ্ঠাধর, ওষ্ঠ, সৃক্বণী, সৃক্ব, সৃক্বণ, কশ, রদচ্ছদ।
ঢেউ : তরঙ্গ, উর্মি, কল্লোল, হিল্লোল, বীচি, লহর, লহরী, মউজ।
দীন : দরিদ্র, নিঃস্ব, গরিব, হীন, অসহায়, দুস্থ, করুণ, অর্থহীন, নির্ধন।
দিন : দিবস, সাবন, অহ্ন, বার, অহনা, দিনরজনী, অহোরাত্র, অহ।
ধবল : সাদা, ধলা, সফেদ, সিত, শ্বেত, শুক্ল, শুভ্র।
নর : লোক, মনুষ্য, পুরুষ, জন, মানব, মানুষ।
নদী : সরিৎ, গিরি-নিস্রাব, ধুনী, তটিনী, তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, নির্ঝরিণী।
নারী : রমা, রামা, বামা, অঙ্গনা, কামিনী, তন্বী, শুচিস্মিতা, জনি, কান্তা।
পুত্র : তনয়, ছেলে, তনুজ, দারক, আত্মজ, নন্দন, তনুভব, স্বজ।
পৃথিবী : মেদিনী, মহি, ক্ষিতি, পৃথ্বী, বসুন্ধরা, অবনী, ধরণী, ভূ, মর্ত্য।
পাথর : প্রস্তর, পাষাণ, শিলা, শিল, উপল, অশ্মা, কাঁকর, কঙ্কর, শর্করা।
পাহাড় : পর্বত, অদ্রি, ভূধর, নগ, অচল, মেদিনীধর, শৈল, ক্ষিতিধর।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পদ্ম : নলিন, নলিনী, উৎপল, অরবিন্দ, কোকনদ, ইন্দিবর, কঞ্জ।
পাখি : পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, দ্বিজ, খেচর, খগ, পতত্রী, কণ্ঠাগ্নি, উৎপত।
ফুল : পুষ্প, কুসুম, প্রসূন, মুঞ্জরি, পুষ্পক, সুমন, মণীবক।
বধূ : পত্নী, অঙ্গনা, কলত্র, জায়া, স্ত্রী, গিন্নি, দারা, বনিতা, ভার্যা।
বন্যা : প্লাবন, আপ্লাব, বিপ্লাব, প্লাব, জলোচ্ছ্বাস, সমপ্লাব, বান।
বাতাস : পবন, মরুৎ, অনিল, বাত, প্রভঞ্জন, জগদ্বল, নভস্বান, সমীর।
বন : অরণ্য, জঙ্গল, বিপিন, কানন, অরণ্যানী, অটবী, ঝোপজঙ্গল।
বোন : স্বসা, ভগিনী, ভগ্নী, মহোদরা, জামি, বহিন, সোদরা।
বিদ্যুৎ : দামিনী, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চিকুর, চপলা, তড়িৎ, অচির।
ভ্রমর : অলি, শিলীমুখ, ভ্রমরক, দ্বিরেফ, ভোমরা, ভৃঙ্গ, মধুলেহ।
মাতা : জননী, অম্বালা, অম্বিকা, অম্বা, প্রসূতি, জনিকা, মা, জনী।
মেঘ : বলাহক, অম্বুদ, বারিদ, নীরদ, জলদ, পয়োদ, পয়োধর, জীমূত।
মৌমাছি : মধুমক্ষিকা, মধুকর, মধুপ, মধুলিট, মধুজীব, মধুকৃৎ, মধুলেহ।
মোরগ : কুক্কুট, অগ্নিচূড়, পেরু, টার্কি, বন মোরগ, বন কুক্কুট, কুক্কুটী।
যুদ্ধ : আহব, বিগ্রহ, সমর, সমীক, যুঝ, প্রঘাত, রণ, সম্মর্দ, সংযুগ।
রাত্রি : অমা, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, নিশীথ, তমা।
রাজা : ভূপ, নৃপ, ক্ষিতীশ, মহীশ, নরেন্দ্র, ভূপাল, নরেশ, নৃপমণি।
শত্রু : বৈরী, অরি, অরাতি, রিপু, দুশমন, অমিত্র, অবন্ধু, প্রতিপক্ষ।
শিখর : অগ্র, শীর্ষ, চূড়া, পর্বতশৃঙ্গ, উপরিভাগ, শীর্ষদেশ।
শরীর : দেহ, অঙ্গ, গা, গাত্র, বপু, তনু, গতর, কন্ধ, অঙ্গক, বর্ষ্ম।
ষণ্ড : ষাঁড়, বদল, বৃষভ, ঋষভ, শাক্কর, শক্ক, বৃষ, দামড়া, গোনাথ।
সূর্য : আফতাব, মিহির, অর্ক, বালার্ক, ভানু, ভাস্কর, মার্তণ্ড, সবিতা।
সমুদ্র : রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, বারিধি, উদধি, পয়োধি, অর্ণব, প্রচেতা।
সিংহ : পশুরাজ, হর্যক্ষ, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, মৃগপতি, কেশরী, সিংহী।
স্বর্গ : সুরসদ্ম, সুরসভা, দপ্তিক, ধ্রুবলোক, সুরালয়, ত্রিদিব, দ্যুলোক।
স্বর্ণ : কাঞ্চন, কনক, হেম, হিরণ্য, সুবর্ণ, হিরণ, কর্বুর, মহাধাতু।
সাপ : সর্প, ভুজগ, ভুজঙ্গ, উরগ, পন্নগ, অহি, উরঙ্গ, দ্বিরসন, ভুজঙ্গম।
হস্ত : ভুজ, হস্তক, পাণি, কর, বাহু, হাত।
হরিণ : সারঙ্গ, কুরঙ্গম, সুনয়ন, ঋষ্য, মৃগ, কুরঙ্গ।
হাতি : করী, দ্বিপ, কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিরদ, ঐরাবত, মাতঙ্গ, গজ।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'রাতুল' শব্দের অর্থ–
Ⓐ লাল মোরগ Ⓑ লাল পদ্ম Ⓒ লাল শালুক Ⓓ লাল **Ans Ⓓ**

02. 'নীর' এর সমার্থক শব্দ–
Ⓐ অগ্নি Ⓑ চন্দ্র Ⓒ গৃহ Ⓓ বারি **Ans Ⓓ**

03. সমার্থক শব্দগুচ্ছ নির্দেশ কর–
Ⓐ পঙ্কজ, শতদল, অরবিন্দ Ⓑ রামা, বামা, কামিনী
Ⓒ ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, তরঙ্গিনী Ⓓ ঘন, জলধর, তরল **Ans Ⓐ**

04. 'কান্না' এর সমার্থক শব্দ–
Ⓐ বিলাপ Ⓑ আহাজারি Ⓒ রোনাজারি Ⓓ অশ্রু **Ans Ⓒ**

05. 'জাঙ্গাল' এর প্রতিশব্দ–
Ⓐ স্তূপ Ⓑ আবর্জনা Ⓒ বাঁধ Ⓓ জঙ্গল **Ans Ⓒ**

06. 'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ–
Ⓐ রত্নাকর Ⓑ অম্বুজ Ⓒ জলদ Ⓓ বরুণ **Ans Ⓐ**

07. 'সংসর্প' শব্দের অর্থ–
Ⓐ হিংস্র Ⓑ উদার Ⓒ আঁকাবাঁকা Ⓓ উন্মুক্ত **Ans Ⓒ**

08. 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ কাক Ⓑ পেঁচা Ⓒ ময়ূর Ⓓ জলহস্তী **Ans Ⓒ**

09. 'শীল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
Ⓐ পাথর Ⓑ ঘর্ষণ Ⓒ অবসান Ⓓ চরিত্র **Ans Ⓓ**

10. 'নৈকট্য' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
Ⓐ আকাঙ্ক্ষা Ⓑ আসক্তি Ⓒ আসত্তি Ⓓ অনুরাগ **Ans Ⓒ**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-১৯

বিপরীতার্থক শব্দ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুরক্ত	বিরক্ত	অব্যক্ত, গুপ্ত	ব্যক্ত
অণু	বৃহৎ	অপমান	মান
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ	আগমন	নির্গমন
আকুঞ্চন	প্রসারণ	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
ইতিবাচক	নেতিবাচক	ইদানীন্তন	তদানীন্তন
ইহলৌকিক	পারলৌকিক	ইতর	ভদ্র
ঈর্ষা	প্রীতি	ঈপ্সা	অনীপ্সা
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত	উন্মুখ	বিমুখ
উক্ত	অনুক্ত	উদ্ধার	হরণ
উত্তরণ	অবতরণ	উদার	সংকীর্ণ
ঊষা	সন্ধ্যা	ঊর্ধ্ব	অধঃ/নিম্ন
এঁড়ে	বকনা	ঋজু	বক্র
ঐহিক	পারত্রিক	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
কৃপণ	বদান্য	কোমল	কর্কশ
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষমা	শাস্তি	ক্ষুণ্ন	প্রসন্ন
ক্ষণস্থায়ী	দীর্ঘস্থায়ী	ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
ক্ষয়	বৃদ্ধি	খাতক	মহাজন
খেদ	আহ্লাদ	খুচরা	পাইকারি
গাম্ভীর্য	চাপল্য	গুরু	লঘু
গেঁয়ো	শহুরে	গুরু	শিষ্য
গম্ভীর	চপল/সহাস্য	গণ্য	নগণ্য
ঘাতক	পালক	চোর, তস্কর	সাধু
চিন্ময়	মৃন্ময়/অচেতন	চেতন	জড়
ছেঁড়া	আছেঁড়া/আস্ত	জরা	যৌবন
জ্বলন	নির্বাপণ	জরিমানা	বকশিশ
জাগরণ	তন্দ্রা	জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
ঝানু	অপটু/আনাড়ি	ঝঞ্ঝাট	নির্ঝঞ্ঝাট
টাটকা	বাসি	টিমটিম	জ্বলজ্বল
ঢিলেঢালা	আঁটসাঁট	তিমির	আলোক
ত্বরিত	শ্লথ	ত্বরা	ধীরতা/বিলম্ব
তেজি	মেদা, মন্দা	দরদি	নির্মম
দুরন্ত	শান্ত	দারক	দুহিতা
দ্যুলোক	ভূলোক	দুর্বিষহ	সুসহ
দ্রুত	মন্থর	ধৃত	মুক্ত
ধনী	নির্ধন	ধনাত্মক	ঋণাত্মক
ধূর্ত	সরল	নিন্দিত	নন্দিত
নির্লজ্জ	সলজ্জ/লাজুক	নির্মল	পঙ্কিল
নৈঃশব্দ	সশব্দ	নিষেধ	অনুমতি
নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ	নিষ্কৃতি	বন্ধন
প্রশস্ত	সংকীর্ণ	প্রফুল্ল	ম্লান
প্রাচ্য	প্রতীচ্য/পাশ্চাত্য	পুরস্কার	তিরস্কার
পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ	পালক	পালিত
ফতে (জয়)	পরাজয়	বাচাল	স্বল্পভাষী
বৈসাদৃশ্য	সাদৃশ্য	বিষ/গরল	অমৃত/সুধা
বিপন্নতা	সফলতা	বর্জন	গ্রহণ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত	বিয়োগান্ত	মিলনান্ত
ভূত	ভবিষ্যৎ	ভদ্র	ইতর
ভোঁতা	ধারালো/চোখা	ভাবনা	নির্ভাবনা
ম্লান, অনুজ্জ্বল	উজ্জ্বল	মান্য	ঘৃণ্য
মূর্ত	বিমূর্ত	মত্ত	নির্লিপ্ত
যজমান	পুরোহিত	মঞ্জুর	নামঞ্জুর
যৌবন	বার্ধক্য	যুক্ত	বিযুক্ত
যুগল	একক	যোজক	প্রণালি
রজত	স্বর্ণ	যোজন	বিয়োজন
লব	হর	লেখ্য	কথ্য, পাঠ্য
লিপ্সা	বিরাগ	লৌকিক	অলৌকিক
লেশ	যথেষ্ট	লিপ্ত	নির্লিপ্ত
শবল	একবর্ণা	শ্যামল	গৌরাঙ্গ
শাক্ত	বৈষ্ণব	শৈত্য/নিস্তাপ	তাপ
শুক্লপক্ষ	কৃষ্ণপক্ষ	শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা
শয়ন	উত্থান	শাসন	সোহাগ
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	সদাচার	কদাচার
স্থাবর	জঙ্গম/অস্থাবর	সম্পদ	অভাব
হ্রাস	বৃদ্ধি	হতবুদ্ধি	স্থিতবুদ্ধি
হর্ষ	বিষাদ	হলাহল	অমৃত

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ আগ্রহ Ⓑ নিগ্রহ
Ⓒ সাগ্রহ Ⓓ উপগ্রহ **Ans B**

02. 'অপচয়' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ সাশ্রয় Ⓑ কৃচ্ছতা
Ⓒ কৃপণতা Ⓓ বিলাসী **Ans A**

03. 'ধনিক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ নির্ধন Ⓑ দরিদ্র
Ⓒ নিঃস্ব Ⓓ শ্রমিক **Ans A**

04. 'লঘু' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ গুরু Ⓑ শেষ
Ⓒ চ্যুত Ⓓ ভোলা **Ans C**

05. 'পঙ্কিল' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Ⓐ পরিচ্ছন্ন Ⓑ উজ্জ্বল
Ⓒ নির্মল Ⓓ অম্লান **Ans C**

06. 'গৌরব' এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ–
Ⓐ অপমান Ⓑ অমর্যাদা
Ⓒ লাঘব Ⓓ লজ্জা **Ans C**

07. 'যাযাবর' এর বিপরীত শব্দ–
Ⓐ গৃহকাতর Ⓑ ঘরকুনো
Ⓒ গৃহী Ⓓ গৃহগত **Ans C**

08. 'উগ্র' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
Ⓐ সৌম্য Ⓑ ভদ্র
Ⓒ অগ্র Ⓓ সুশীল **Ans A**

09. 'অহ্ন' এর বিপরীতার্থক শব্দটি চিহ্নিত কর–
Ⓐ সূর্য Ⓑ গতি
Ⓒ অপর Ⓓ রাত্রি **Ans D**

10. 'ভূত' এর বিপরীতার্থক শব্দ–
Ⓐ বর্তমান Ⓑ ভাবী
Ⓒ প্রেত Ⓓ সম্ভব **Ans B**

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-২০

বাক্য সংক্ষেপণ বা বাক্য সংকোচন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

অ

অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার– **ভূয়োদর্শী**।
অরণ্যেরঅগ্নিকাণ্ড– **দাবানল/দাবাগ্নি**।
অতিশয় রক্ষণশীল– **দুর্মর**।
অন্য সহায় নেই যার– **অনন্যসহায়**।

আ

আদরিণী কন্যা– **দুলালী**।
আরম্ভ করা হয়েছে এমন– **আরব্ধ**।
আকাশ ও পৃথিবী– **ক্রন্দসী**।
আপনার রঙ যে লুকায়– **বর্ণচোরা**।
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে– **পণ্ডিতম্মন্য**।

ই

ইহলোকে সামান্য নয়– **অলোকসামান্য**।
ইন্দ্রিয়ের সংযম– **দম**।
ইতিহাস রচনা করেন যিনি– **ঐতিহাসিক**।
ইতঃপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি– **দাগি**।

ঈ

ঈষৎ চঞ্চল– **আলোল**।
ঈষৎ পাংশুবর্ণ– **ধূসর**।
ঈষৎ লাল হয়েছে এমন– **আরক্তিম**।

উ

উপমা নেই যে নারীর– **নিরুপমা**।
উৎসবের নিমিত্ত নির্মিত গৃহ– **মণ্ডপ**।
উলুউলু ধ্বনি– **অলোলিকা**।

ঊ

ঊর্ধ্বমুখে সাঁতার– **চিৎ সাঁতার**।
ঊরুর হাড়– **ঊবষ্টি**।
ঊর্ধ্বে গমনশীল– **ঊর্ধ্বগামী**।
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা– **অবতরণ**।

ঋ

ঋণগ্রস্ত অবস্থা– **ঋণিতা**।
ঋষির উক্তি– **আর্য**।

এ

একই পথের পথিক– **হামরাহী**।
একই সময়ে– **যুগপৎ**।
একই সময়ে বর্তমান– **সমসাময়িক**।

ঐ

ঐক্যের অভাব আছে যাতে– **অনৈক্য**।
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি– **ঐশ্বর্যবান**।

ও

ওষ্ঠ ও অধর– **ওষ্ঠাধর**।
ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য বর্ণ– **ওষ্ঠ্য**।
ওষধি থেকে উৎপন্ন– **ঔষধ**।
ওষ্ঠের নিকট আগত– **ওষ্ঠাগত**।

ঔ

ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য– **অনুপান**।
ঔষধকেই যে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন– **ঔষধাজীবী**।

ক

কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি– **অমাবস্যা**।
কর্মে যার ক্লান্তি নেই– **অক্লান্তকর্মী**।
কুবেরের ধন রক্ষক– **যক্ষ**।
কুল ত্যাগ করে যে– **কুলটা**।

ক্ষ

ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি– **খেসারত**।
ক্ষুদ্র জাতীয় বকবিশেষ– **বলাক**।

খ

খাজনা আদায় করে যে– **খাজাঞ্চি**।
খরচের হিসাব নেই যার– **বেহিসেবি**।
খুব দীর্ঘ নয় – **নাতিদীর্ঘ**।
খেয়াপার করে যে– **পাটনী**।

গ

গজের মুখের মতো মুখ যার– **গজানন**।
গমন করতে পারে যে– **জঙ্গম**।
গমনের ইচ্ছা– **জিগমিষা**।
গর্দভের বাসস্থান– **খরশাল**।

ঘ

ঘোড়ার ডাক– **হ্রেষা**।
ঘ্রাণের যোগ্য– **ঘ্রেয়**।

চ

চক্ষুর নিমেষকাল– **পলক**।
চিবিয়ে খেতে হয় যা– **চর্ব্য**।
চুষে খাওয়া হয় যা– **চূষ্য**।
চেঁটে খাওয়ার যোগ্য– **লেহ্য**।

ছ

ছয় মাস অন্তর ঘটে– **ষাণ্মাসিক**।
ছন্দে নিপুণ যিনি– **ছান্দসিক**।

জ

জতুনির্মিত গৃহ– **জতুগৃহ**।
জয়সূচক যে উৎসব– **জয়ন্তী**।
জন্মেনি যে– **অজ**।

ট

টাইমের বাইরে– **বেটাইম**।
টোল পড়েনি এমন– **নিটোল**।

ঠ

ঠান্ডায় পীড়িত– **শীতার্ত**।
ঠাকুরের ভাব– **ঠাকুরালি**।

ড

ডালিমের কুঁড়ি– আনারকলি।
ডোম জাতীয়া স্ত্রীলোক– ডোম্বী।

ঢ

ঢাক বাজায় যে– ঢাকী।
ঢিপির মতো– ঢেপসা।
ঢেউয়ের ফলে ছলাৎছলাৎ শব্দ– ছলচ্ছল।
ঢোক গিলে কথা বলা– ইতস্তত করা।

ত

ত্বরায় গমন করে যে– তুরগ।
তুলা থেকে তৈরি– তুলট।
তোপের ধ্বনি– গুড়ুম।
তল স্পর্শ করা যায় না যার– অতলস্পর্শী।

থ

থাবার আঘাত– থাপড়/থাপ্পড়।
থেমে থেমে চলার যে ভঙ্গি– ঠমক।

দ

দমন করা যায় না যাকে– অদম্য।
দমন করা কষ্টকর যাকে– দুর্দমনীয়।
দাড়ি জন্মেনি যার– অজাতশ্মশ্রু।
দূর ভবিষ্যৎ ভেবে দেখে না যে– অদূরদর্শী।

ধ

ধনের দেবতা– কুবের।
ধূলার মতো রং যার– পাংশুল।
ধীরে যে গমন করে– ধীরগামী/মন্দগামী।

ন

নারীর লীলায়িত নৃত্য– লাস্য।
নিন্দার যোগ্য নয় যা– অনিন্দনীয়।
নিজের দ্বারা অর্জিত– স্বোপার্জিত।
নূপুরের ধ্বনি– নিক্কণ।

প

পরকে প্রতিপালন করে যে– পরভৃৎ।
পরের দ্বারা প্রতিপালিত যে– পরভৃত।
পরিব্রাজকের ভিক্ষা– মাধুকরী।
পাখির ডাক– কূজন।
পথ চলার খরচ– পাথেয়।

ফ

ফল প্রসব করে যা– ফলপ্রসূ।
ফিকা কমলা রং– বাসন্তী।
ফুল হতে জাত– ফুলেল।
ফেনাসহ বর্তমান– সফেন।

ব

বীরসন্তান প্রসব করে যে– বীরপ্রসূ।
বাক্যের দ্বারা কৃতকলহ– বচসা।
বায়ু চলাচলের ক্ষুদ্র পথ– গবাক্ষ।
বিজয় লাভের ইচ্ছা– বিজিগীষা।
বীণার ঝঙ্কার– নিক্বণ।
বৃহৎ অরণ্য– অরণ্যানী।
বলার ইচ্ছা– বিবক্ষা।
বলা হবে এমন– বক্ষ্যমাণ।

ভ

ভিতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন– অন্তর্ঘাত।
ভোগ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ– নির্বাণ।
ভুজের সাহায্যে চলে যে– ভুজগ।
ভাবা যায় না যা– অভাবনীয়।

ম

ময়ূরের ডাক– কেকা।
মনোগত ইচ্ছা– ইঙ্গিত।
মনে জন্ম যার– মনসিজ/মনোজ।
মর্মকে ভেদকারী– মর্মভেদী।
মর্মে বেদনা দেয় যা– মর্মান্তিক, মর্মন্তুদ।

য

যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না– স্থাবর।
যে সুপথ থেকে কুপথে যায়– উন্মার্গগামী।
যা অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার কোনো আশা নেই– সুদূরপরাহত।
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়– স্বয়ম্বরা।
যা সারাদিন ব্যবহার করা হয়– আটপৌরে।
যার প্রভা ক্ষণকাল স্থায়ী– ক্ষণপ্রভা।
যে রূপ ইচ্ছা– যদৃচ্ছা।

র

রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণ– সন্ধ্যা।
রোদে শুকানো আম– আমসি।

ল

লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা– লীন।
লাভ করার ইচ্ছা– লিপ্সা।
লাফিয়ে চলে যে– প্লবগ।
লবণ মিশ্রিত সমুদ্র– লবণাম্বুধি।

শ

শত্রুকে জয় করে যে– শত্রুজিৎ।
শুনলেই যার মনে থাকে– শ্রুতিধর।

ষ

ষাঁড়ের চেহারা তুল্য– ষণ্ডামার্কা।
ষেটে ধানের ভাত– ষষ্ঠিকান্না।
ষোলো সংখ্যার পূরক– ষোড়শ।
ষোলো বছর বয়স্ক নারী– ষোড়শী।

স

সর্বত্র গমন করে যে– সর্বগ।
সকলের জন্য প্রযোজ্য– সার্বজনীন।
সাপের খোলস– নির্মোক।
সুদে টাকা খাটানো– তেজারতি।
সৃষ্টি করার ইচ্ছা– সিসৃক্ষা।
স্বর্ণকারের মজুরি– বানি।

হ

হরিণের চামড়া– অজিন।
হাতির পা বাঁধার শিকল– আন্দু।
হস্তীর চিৎকার– বৃংহিত।
হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি– অনামিকা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'যে গাছ কোনো কাজে লাগে না' বাক্যটির ঠিক এক কথায় প্রকাশ কোনটি?
Ⓐ ওষধি Ⓑ পরগাছা
Ⓒ আগাছা Ⓓ বনস্পতি
Ans Ⓒ

02. 'জানতে না পারে এরূপ ভাবে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো–
Ⓐ অজানা Ⓑ জ্ঞাতার্থে
Ⓒ অজান্তে Ⓓ অজ্ঞাতসারে
Ans Ⓓ

03. 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো–
Ⓐ পঠিত Ⓑ অধ্যয়নরত
Ⓒ অধীত Ⓓ সুপাঠ্য
Ans Ⓒ

04. 'গ্রন্থাদির টীকা' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ রাসভ Ⓑ দীপিকা
Ⓒ গব্য Ⓓ শ্বাদ্বল
Ans Ⓑ

05. 'ক্ষমা করার ইচ্ছা' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ জিজীবিষা Ⓑ চিক্ষমিষা
Ⓒ তিতীর্ষা Ⓓ দিৎসা
Ans Ⓑ

06. 'দুয়ের মধ্যে একটি' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ দ্বিত্ব Ⓑ অন্যতর
Ⓒ অন্যতম Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans Ⓑ

07. 'অনশনে মৃত্যু' এর সংকুচিত রূপ হলো–
Ⓐ প্রমা Ⓑ শ্রেয়
Ⓒ প্রায় Ⓓ শরাসন
Ans Ⓒ

08. সিংহের ডাক–
Ⓐ নস্বর Ⓑ নাদ
Ⓒ কেকা Ⓓ মর্মর
Ans Ⓑ

09. এক কথায় প্রকাশ কর : যা হতে পারে–
Ⓐ সম্ভব Ⓑ অবশ্যম্ভাবী
Ⓒ সমাধেয় Ⓓ সম্ভাবিত
Ans Ⓐ

বাংলা ২য় পত্র
অধ্যায়-২১

বাগ্‌ধারা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাগ্‌ধারার উদাহরণ

অগ্নি পরীক্ষা	কঠিন পরীক্ষা।
অগ্নিশর্মা	অত্যন্ত রেগে গেছে এমন, অতিক্রুদ্ধ।
অষ্টরম্ভা	কাঁচকলা, কিছুই-না, ফাঁকি দেওয়া।
আদায় কাঁচকলায়	ঘোর শত্রুতা।
আষাঢ়ে গল্প	আজগুবি গল্প, উদ্ভট গল্প।
ইতরবিশেষ	সামান্য পার্থক্য, অল্প-স্বল্প তফাত।
ইস্তফা দেওয়া	পদত্যাগ করা, শেষ করা।
উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডে	অপব্যয়ী।
উনপঞ্চাশ বায়ু	পাগলামি, খ্যাপামি।
উনপাঁজুরে	অপদার্থ।
একাদশে বৃহস্পতি	সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্য।
এলাহি কাণ্ড	বিরাট ব্যাপার।
এসপার-ওসপার	মীমাংসা।
ওজন বুঝে চলা	মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝে চলা।

CamScanner

ওষুধ পড়া	ব্যবস্থা নেওয়া।
কড়িকাঠ গোনা	নিষ্কর্মা বসে থাকা।
কলা দেখানো	ফাঁকি দেওয়া।
কলির সন্ধ্যা	কষ্ট বা দুর্দিনের সূত্রপাতমাত্র।
খয়ের খাঁ	চাটুকার, মোসাহেব।
খেজুরে আলাপ	অকাজের কথা।
খোদার খাসি	চিন্তাভাবনাহীন এবং হৃষ্টপুষ্ট লোক।
গভীর জলের মাছ	খুব চালাক।
গড্ডলিকা-প্রবাহ	অন্ধ অনুকরণ।
গোবরে পদ্মফুল	নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি।
ঘরের শত্রু বিভীষণ	অভ্যন্তরীণ শত্রু।
ঘোড়ার ডিম	অবাস্তব।
ঘোড়ার কামড়	কঠিন জেদ, দৃঢ় পণ।
চড়াই-উতরাই	উত্থান পতন।
চাঁদের হাট	ধনেজনে পরিপূর্ণ সংসার
চিনির বলদ	ভারবাহী অথচ ফলভোগী নয়।
ছকড়া নকড়া	অপচয়, অবহেলা করা।
ছেলের হাতের মোয়া	অনায়াসলভ্য বস্তু।
জগদ্দল পাথর	গুরুভার, অতিশয় ভারী।
জিলাপির প্যাঁচ	কূটবুদ্ধি।
ঝালে ঝোলে অম্বলে	সমস্ত ব্যাপারে, সর্বত্র, সর্বঘটে।
ঝোলে অম্বলে এক করা	দুটি জিনিস মিশিয়ে ফেলা।
টনক নড়া	সজাগ হওয়া।
ঠুঁটো জগন্নাথ	অকর্মণ্য ব্যক্তি।
ডুমুরের ফুল	অদর্শনীয়।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া	গোপনে কাজ করা।
ঢাকের কাঠি	তোষামুদে।
তালপাতার সেপাই	ক্ষীণজীবী।
তাসের ঘর	ক্ষণস্থায়ী।
তুলসী বনের বাঘ	সুবেশে দুর্বৃত্ত, ভণ্ড।
থতমত খাওয়া	কী করবে বুঝতে না পারা।
থুরে দেওয়া	জব্দ করা।
থোড়াই কেয়ার করা	গ্রাহ্য না করা।
দহরম মহরম	গভীর আন্তরিকতা।
দুকূল বজায় রাখা	উভয়কে সন্তুষ্ট করা।
দোজবরে	দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।
ধর্মের ষাঁড়	যথেচ্ছাচারী।
ধনুক-ভাঙা পণ	সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।
নাক গলানো	অনধিকার চর্চা।
নাড়ির টান	গভীর ও আন্তরিক মমত্ববোধ।
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি	মারা যাওয়া।
পরঘড়ি পান্তা মারি	হাড়হাভাতে লোক।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	সামান্য পরিশ্রমে কাতর।
ফোঁস-মনসা	ক্রোধী লোক।
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা	অসাধ্য সাধন করা।
বিড়াল-তপস্বী	ভণ্ড লোক।
ভিজে বিড়াল	কপটচারী।
ভুঁইফোড়	নতুন আগমন, অর্বাচীন।

মগের মুলুক	অরাজক দেশ।
মণিকাঞ্চন যোগ	উপযুক্ত মিলন।
যক্ষের ধন	কৃপণের ধন।
যমের অরুচি	কুৎসিত, যে সহজে মরে না।
রসাতলে যাওয়া	অধঃপাতে যাওয়া।
রুই-কাতলা	প্রতিপত্তিশালী লোকজন।
লেজে খেলানো	কারও সঙ্গে ক্রমাগত চালাকি করা।
লোহার কার্তিক	কালো কুৎসিত লোক।
শনির দশা	দুঃসময়।
শিকায় তোলা	স্থগিত।
ষাঁড়ের গোবর	অপদার্থ লোক।
ষোলো আনা পূর্ণ	পূর্ণতা লাভ।
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ	বৃহৎ বিষয়।
সুলুক-সন্ধান	খোঁজখবর।
হরিহর আত্মা	অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।
হাপিত্যেশ	ব্যাকুল কামনা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'আলাভোলা' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ অসহায় Ⓑ সাদাসিধে
Ⓒ অকর্মণ্য Ⓓ অলস Ans Ⓑ

02. 'আদায় কাঁচকলায়' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?
Ⓐ শত্রুতা Ⓑ বন্ধুত্ব
Ⓒ অপদার্থ Ⓓ অকালপক্ব Ans Ⓐ

03. 'বক ধার্মিক' বাগ্‌ধারার অর্থ হলো–
Ⓐ বকের মত ধার্মিক Ⓑ চতুর শিকারি
Ⓒ তাপস Ⓓ ভণ্ড Ans Ⓓ

04. 'অন্তর টিপুনি' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ বিপদ Ⓑ গোপন ব্যথা
Ⓒ গভীর প্রেম Ⓓ সমূহ ব্যথা Ans Ⓑ

05. 'পান্তা ভাতে ঘি' বাগ্‌বিধির অর্থ–
Ⓐ বিলাস Ⓑ অপচয়
Ⓒ স্বাদু Ⓓ নষ্ট Ans Ⓑ

06. 'ডামাডোল' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে–
Ⓐ হৈ চৈ Ⓑ চিৎকার
Ⓒ গোলযোগ Ⓓ যুদ্ধ Ans Ⓒ

07. 'ঘটিরাম' বাগ্‌ধারাটির অর্থ–
Ⓐ ভণ্ড ধার্মিক Ⓑ ন্যাকামি
Ⓒ বড়মুখ Ⓓ নির্বোধ Ans Ⓓ

08. 'চুলায় দেওয়া'র বিশিষ্টার্থ–
Ⓐ পরিত্যাগ করা Ⓑ সর্বনাশ করা
Ⓒ নিশ্চিহ্ন করা Ⓓ পোড়ানো Ans Ⓑ

09. 'গরমা-গরম' এর বিশিষ্টার্থ–
Ⓐ টাটকা Ⓑ উত্তেজনাপূর্ণ
Ⓒ সাম্প্রতিক Ⓓ উত্তপ্ত Ans Ⓐ

10. আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা বলি–
Ⓐ প্রত্যয় Ⓑ উপসর্গ
Ⓒ শব্দগঠন Ⓓ বাগ্‌ধারা Ans Ⓓ

CamScanner